ডিসেম্বর ২০১৩, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪২০

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

প্রবাসীদের তথ্য সংবলিত ডাটাবেজ

চার বছরে বাংলাদেশ ব্যাংকের অগ্রগতি সম্পর্কিত মতামত

নাজমুল হাসান ১৯৭৬ সালের ১৪ অক্টোবর প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন। ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ে দক্ষতার পরিচয় রেখে নির্বাহী পরিচালক হিসেবে ২০০৭ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ব্যাংক পরিক্রমার ধারাবাহিক স্মৃতিময় দিনগুলো পর্বের এবারের অতিথি প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক নাজমুল হাসান

অবসর সময় কিভাবে কাটছে ?

দীর্ঘ ত্রিশ বছর সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত অফিস করা- এ রুটিনেই জীবন কেটে যাচ্ছিল। সারাদিনের কর্ম ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে সময় যে কিভাবে কেটে যেত বুঝতেই পারতাম না। তারপর এই অবসর জীবন। হঠাৎ করেই মনে হলো সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। কোথাও যাবার জায়গা নেই। এটা খুবই করুণ একটা অনুভূতি। আসলে আমি মনে করি অবসর জীবন শুরু করার আগেই আমাদের কোন একটি কাজে নিয়োজিত হওয়ার চিন্তা করা উচিত। তাহলে সময়টাকে উপভোগ করা সম্ভব।

প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক নাজমুল হাসান

> *আমি মনে করি অবসর জীবন শুরু করার আগেই আমাদের কোন একটি কাজে নিয়োজিত হওয়ার চিন্তা করা উচিত। তাহলে সময়টাকে উপভোগ করা সম্ভব*
>
> *– নাজমুল হাসান*
> *প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক*

আপনার সময়ের বাংলাদেশ ব্যাংক ও বর্তমান সময়ের বাংলাদেশ ব্যাংককে কিভাবে তুলনা করবেন ?

আমাদের সময়ের তুলনায় এখন কর্মকর্তাদের সুযোগ-সুবিধা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, কর্মপরিবেশ আগের চাইতে অনেক উন্নত হয়েছে। আমি মনে করি সময় ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে কর্মকর্তাদের জন্য সবসময়ই সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা উচিৎ। প্রযুক্তিগত দিক দিয়েও বাংলাদেশ ব্যাংক অনেক এগিয়ে গিয়েছে। অনলাইন সিআইবি, MICR চেকের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয় আমাদের সময়ে অকল্পনীয় ছিল। বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন নতুন ধ্যানধারণা- গ্রিন ব্যাংকিং, ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন, ফাইন্যান্সিয়াল এডুকেশন ইত্যাদি ব্যবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকেও এ সকল বিষয় প্রবর্তন করা হচ্ছে, যা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মকালীন কোন বিশেষ স্মৃতি সম্বন্ধে বলুন।

বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মকালীন প্রতিটি মুহূর্তকেই আমি পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করেছি। বিভিন্ন ধরনের কাজের সাথে যুক্ত ছিলাম। এর মধ্যে দেশে প্রথমবারের মতো মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের খসড়া প্রণয়নের সাথে যুক্ত থাকতে পারাকে আমি একটি বড় অর্জন বলে মনে করি। বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মকর্তাদের দক্ষতা মূল্যায়নের জন্য ACR এর পরিবর্তে আধুনিক PMS পদ্ধতি প্রবর্তনের সাথেও যুক্ত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

ব্যাংকের তরুণ কর্মকর্তাদের জন্য আপনার কি বক্তব্য ?

ব্যাংকের তরুণ কর্মকর্তারা আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষায় প্রশিক্ষিত। আর ঊর্ধ্বতন বয়োজ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। তথ্য প্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহার এবং অভিজ্ঞতার মেল-বন্ধন কর্ম পরিবেশকে অধিকতর উপযোগী এবং ইতিবাচক করবে বলে আমি মনে করি। সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথেই শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি।

আপনাদেরকেও ধন্যবাদ।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

সম্পাদনা পরিষদ

■ উপদেষ্টা
ম. মাহফুজুর রহমান

■ সম্পাদক
এফ. এম. মোকাম্মেল হক

■ বিভাগীয় সম্পাদক
মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার
মোঃ জুলকার নায়েন
সাঈদা খানম
লিজা ফাহমিদা
মহুয়া মহসীন
নুরুন্নাহার
আজিজা বেগম
ইন্দ্রাণী হক
বিশ্বজিত বসাক

■ গ্রাফিক্স
ইসাবা ফারহীন
মোহাম্মদ আবু তাহের ভূঁইয়া
শাহ মোঃ রাজু মিয়া

প্রবাসীদের তথ্য সংবলিত ডাটাবেজ উদ্বোধন

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবাসী ও অনিবাসী বাংলাদেশীদের তথ্যভাণ্ডার তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। এ লক্ষ্যে ব্যাংকের ওয়েবসাইটে 'এনআরবি ডাটাবেজ' নামে একটি লিঙ্ক চালু করা হয়েছে। ২৫ নভেম্বর ২০১৩ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে ওয়েবলিঙ্কটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান। এখন থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওয়েবসাইটে এ লিঙ্কে সার্চ দিয়ে প্রবাসে অবস্থানরত বাংলাদেশীরা নিজেদের নাম, ঠিকানা, ই-মেইল, কোন্ দেশের কোথায় অবস্থান করছেন, কোন্ পেশায় নিয়োজিত এসব তথ্য অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন। বাংলাদেশ ব্যাংক নিজ উদ্যোগেও তথ্য সংগ্রহ করে ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে। এই ডাটাবেজ ওয়েবলিঙ্কে প্রবেশ করে অনিবাসী ও প্রবাসীরা বিভিন্ন আর্থিক সেবা, বিনিয়োগ তথ্য, অভিযোগ ও পরামর্শ প্রদান করতে পারবেন। অন্তর্ভুক্তদের ই-মেইলের মাধ্যমেও বিভিন্ন সময়ে এ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য অবহিত করা হবে।

অনুষ্ঠানে গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, ভৌগোলিক দূরত্ব ও পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে এদেশের প্রবাসী বাংলাদেশীরা দেশে বিনিয়োগ এবং ব্যাংকিং সেবার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এছাড়া প্রচারের অভাবে তথ্যপ্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা আর্থিক সেবাভুক্তিকে ব্যাহত করেছে। এ লিঙ্কের মাধ্যমে সেই প্রতিবন্ধকতা দূর হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। গভর্নর আরও বলেন, প্রবাসে অন্তত এককোটি অনিবাসী বাংলাদেশী কর্মরত আছেন। এসব অনিবাসীর তথ্যাদি একই প্লাটফরমে সন্নিবেশের মাধ্যমে তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে এ ওয়েবলিঙ্ক চালু করা হলো। এর মাধ্যমে তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন আর্থিক সেবা সম্পর্কে যেমন জানতে পারবেন তেমনি অনিবাসীদের মধ্যে এটি একটি সামাজিক নেটওয়ার্ক হিসেবে কাজ করবে।

নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমানের সঞ্চালনায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা, নির্বাহী পরিচালক মোঃ আহসান উল্লাহ্, সুধীর চন্দ্র দাস, প্রবাসী বাংলাদেশী হোসনে আরা বেগম, সেন্টার ফর এনআরবি ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা এম ই চৌধুরী শামীম প্রমুখ।

এনআরবি ডাটাবেজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে গভর্নর ড. আতিউর রহমান বক্তব্য রাখছেন

রানা প্লাজার উদ্ধারকর্মীদের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সংবর্ধনা

রানা প্লাজা ধসের পর স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসা ১৫০ জন উদ্ধারকর্মীকে সংবর্ধনা দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। মানবিক বিপর্যয়ে এগিয়ে আসাকে উদ্বুদ্ধ করতে এ সংবর্ধনা বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে ৯ নভেম্বর ২০১৩ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান প্রধান অতিথি এবং উদ্ধারকাজে সমন্বয়কের দায়িত্ব পালনকারী ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নবম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী, বীর বিক্রম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আরও বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী, বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমির নির্বাহী পরিচালক মোঃ আতাউর রহমান ও গ্রিন ব্যাংকিং অ্যান্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্ট এর মহাব্যবস্থাপক মোঃ খুরশীদ আলম।

ড. আতিউর রানা প্লাজায় উদ্ধারকাজে নিহত স্বেচ্ছাসেবী এজাজুর রহমান কায়কোবাদের সহধর্মিনীকে সম্মাননা সনদ প্রদান করেন

গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, রানা প্লাজায় উদ্ধারকাজে সাধারণ মানুষ নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। পরবর্তীতে সেনাবাহিনী ও ফায়ার সার্ভিসের টিম এই উদ্ধারকাজে অংশ নেয়। রানা প্লাজা বিপর্যয়ে পুরো জাতি, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম যেভাবে একাগ্রচিত্তে এক হতে পেরেছিল তা যে কোন বিচারেই ছিল হিরন্ময় সময়। গভর্নর উদ্ধার কার্যক্রমে অংশ নেয়া যেসব যুবক এখনো বেকার রয়েছেন, তাদের বিভিন্ন উৎপাদনশীল খাতে কর্মসংস্থানের বিষয়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কিছু করার সুযোগ করে দেয়ার জন্য আহ্বান জানান।

মেজর জেনারেল চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী বীর বিক্রম উদ্ধারকার্যে অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য এনাম মেডিকেল কলেজের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, উদ্ধারকার্যে আমাদের চ্যালেঞ্জ ছিল দ্রুত ও সঠিক পদ্ধতিতে উদ্ধারকার্য পরিচালনা, নিরাপত্তা বিধান, বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ, চিকিৎসা, মৃতদেহ সৎকার ও সঠিক তথ্য লিপিবদ্ধকরণ। তিনি সকল স্বেচ্ছাসেবীর পক্ষ থেকে এ মহতী অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী বলেন, মানবতার পক্ষে গণজাগরণ দু'বার আমার দেখার সুযোগ হয়েছিল। প্রথমবার ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে ও দ্বিতীয়বার রানা প্লাজা ধসে যাওয়ার সময়। তিনি জানান, রানা প্লাজা উদ্ধারকাজে সহায়তা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক এবিবি এর নিকট হতে পাঁচ কোটি ও বিএবি এর নিকট হতে নব্বই কোটি টাকা সংগ্রহ করে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে প্রদান করে। এজন্য তিনি ব্যাংকিং কমিউনিটিকে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান।

বরিশাল অফিস

ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স বিষয়ক সেমিনার

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স সিস্টেম সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রতিনিধিদের নিয়ে ১০ নভেম্বর ২০১৩ বাংলাদেশ ব্যাংক বরিশালের সভা কক্ষে Public Awareness শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সেমিনারের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশাল অফিসের মহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম কাজী। সভাপতিত্ব করেন ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স ডিপার্টমেন্টের মহাব্যবস্থাপক খগেশ চন্দ্র দেবনাথ। সেমিনারে বরিশাল অফিসের সকল উপ মহাব্যবস্থাপক উপস্থিত ছিলেন। এ সেমিনারে বিভিন্ন ব্যাংকের ৩২জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

মহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম কাজী সেমিনার উদ্বোধন করছেন

জাল নোট সনাক্তকারী মেশিন সরবরাহ

পবিত্র ঈদ-উল-আযহা উপলক্ষে জাল নোটের বিস্তার রোধে বিভিন্ন হাট-বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতা ও পুলিশকে সহায়তার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশাল কর্তৃক পাঁচটি জাল নোট সনাক্তকারী মেশিন বরিশাল

মহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম কাজী জাল নোট সনাক্তকারী মেশিন হস্তান্তর করছেন

মেট্রোপলিটন পুলিশ কর্তৃপক্ষকে প্রদান করা হয়। বরিশাল অফিসের মহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম কাজী ৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ব্যাংকের সভাকক্ষে কোতয়ালী মডেল থানার সাব-ইন্সপেক্টর মোঃ মজিবুর রহমানের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে মেশিনগুলো হস্তান্তর করেন। এসময় উপ মহাব্যবস্থাপক কাজী এনায়েত হোসেন, প্রকাশ চন্দ্র বৈরাগী, প্রাণ শঙ্কর দত্ত ও এ.কে.এম.সামসউদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন রিপোর্টিং শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমী আয়োজিত 'ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন রিপোর্টিং' শীর্ষক তিনদিন ব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কোর্স গত ২২-২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৩ বরিশালে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশালের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত কোর্সের উদ্বোধনী পর্বে সভাপতিত্ব করেন একাডেমীর উপ মহাব্যবস্থাপক এস.এম.আব্দুল হাকিম। বরিশাল অফিসের উপ মহাব্যবস্থাপক প্রাণ শঙ্কর দত্তের স্বাগত ভাষণের পর কোর্সের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশালের মহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম কাজী। বিভিন্ন ব্যাংকের স্থানীয় প্রধানগণ ও বাংলাদেশ ব্যাংক বরিশাল অফিসের উপ মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কোর্সে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের ২১ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

ক্যাপাসিটি বিল্ডআপ বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ ব্যাংক বরিশাল অফিসে ১৩ নভেম্বর ২০১৩ প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৪ কর্তৃক ইসলামী ব্যাংক পরিদর্শনের ওপর দিনব্যাপী এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে ইন-হাউজ এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মোঃ গোলাম মোস্তফা। সভাপতিত্ব করেন বরিশাল অফিসের মহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম কাজী। ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগের সকল কর্মকর্তা কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় প্রশিক্ষক ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের উপ মহাব্যবস্থাপক আব্দুল মতিন মাহবুব ও মোঃ শোয়েব আলী।

ব্যাংক পরিক্রমায় নতুন সংযোজন : স্বীকৃতি ও শাস্তি

সম্প্রতি সরকার কর্তৃক 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র' প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কৌশলপত্রটির রূপকল্প হলো সুখী-সমৃদ্ধ, দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে রাষ্ট্র, এর প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সমাজের সর্বস্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা। বাংলাদেশ ব্যাংকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানাকে সভাপতি করে এ সংক্রান্ত একটি নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নৈতিকতা কমিটি ইতোমধ্যে দিক-নির্দেশনা প্রদানের কাজ শুরু করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা সম্পাদনা পরিষদ জানুয়ারি, ২০১৪ সংখ্যা থেকে 'স্বীকৃতি ও শাস্তি' শিরোনামে একটি বিভাগ চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ বিভাগে প্রাপ্ত স্বীকৃতি ও শাস্তি সম্পর্কে বর্ণনা থাকবে।

খুলনা অফিস

ব্যাংকিং ল'জ অ্যান্ড রেগুলেশন্স শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স

বাংলাদেশ ব্যাংক খুলনা অফিসে ৩-৭ নভেম্বর ২০১৩ মেয়াদে Banking Laws and Regulations শীর্ষক পাঁচ দিন ব্যাপী একটি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সটির আয়োজন করে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম), ঢাকা। বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের ৬৭জন কর্মকর্তা এতে অংশগ্রহণ করেন।

বিআইবিএম এর মহাপরিচালককে ফুল দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছেন উপ মহাব্যবস্থাপক সুধা রানী দাশ

কোর্সটিতে ব্যাংক ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন নিয়ম/নীতি, আইন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ও মানি লন্ডারিং বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের মহাব্যবস্থাপক শ্যামল কুমার দাস। সভাপতিত্ব করেন বিআইবিএম এর মহাপরিচালক ড. তৌফিক আহমদ চৌধুরী। সমাপনী দিনে অংশগ্রহণকারীদের মূল্যায়ন ও সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

জাল নোট সনাক্তকারী মেশিন হস্তান্তর

কোরবানীর পশুর হাটে জাল নোটের অনুপ্রবেশ এবং নোট জালকারীদের অপতৎপরতা রোধকল্পে ৯ অক্টোবর ২০১৩ বাংলাদেশ পুলিশের খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি, খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার, র‍্যাব-৬ অধিনায়কের নিকট মোট আটটি জালনোট সনাক্তকরণ মেশিন হস্তান্তর করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনার মহাব্যবস্থাপক শ্যামল কুমার দাস মেশিনগুলো হস্তান্তর করেন।

মহাব্যবস্থাপক শ্যামল কুমার দাস জাল নোট সনাক্তকারী মেশিন হস্তান্তর করছেন

বগুড়া অফিস

কৃষি/পল্লি ঋণ কার্যক্রম বিষয়ে মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া অফিসের আওতাধীন পাঁচটি জেলার (বগুড়া, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, নওগাঁ ও সিরাজগঞ্জ) তফসিলি ব্যাংকসমূহের অঞ্চল প্রধান ও শাখা ব্যবস্থাপকদের সাথে ১৮ নভেম্বর ২০১৩ বগুড়া অফিসের সম্মেলন কক্ষে কৃষি/পল্লি ঋণ কার্যক্রম সংক্রান্ত এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বগুড়া অফিসের মহাব্যবস্থাপক মহাঃ নাজিমুদ্দিন। কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগের উপ মহাব্যবস্থাপক মনোজ কান্তি বৈরাগী বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ২০১৩-১৪ অর্থবছরের ১ম ত্রৈমাসিকের কৃষি ঋণ বিতরণের সমন্বিত বিবরণীর সার সংক্ষেপ, ঋণ বিতরণ, আদায় এবং অন্যান্য বিষয় সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় ব্যাংকসমূহের কৃষি ঋণ আদায় কার্যক্রমও পর্যালোচনা করা হয়। সভাপতি ঋণ আদায়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য রাখেন এবং প্রদত্ত ঋণ যেন শ্রেণিকৃত না হয় সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য উপস্থিত ব্যাংক কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করেন।

ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স সিস্টেমস বিষয়ক সেমিনার

ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের আয়োজনে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক বগুড়া অফিসের সহযোগিতায় Deposit Insurance systems (D.I.S.) Public Awareness শীর্ষক একটি সেমিনার ৩১ অক্টোবর ২০১৩ বগুড়া অফিসের প্রশিক্ষণ কক্ষে অনুষ্ঠিত

ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স সিস্টেমস বিষয়ক সেমিনারে অংগ্রহণকারীগণ

হয়। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন প্রধান কার্যালয়ের মহাব্যবস্থাপক খগেশ চন্দ্র দেবনাথ এবং প্রধান অতিথি ছিলেন বগুড়া অফিসের মহাব্যবস্থাপক মহাঃ নাজিমুদ্দিন। অন্যান্যের মধ্যে রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স ডিপার্টমেন্টের উপ মহাব্যবস্থাপক মাকছুদা বেগম এবং যুগ্ম পরিচালক ইস্তেকমাল হোসেন। এছাড়াও বগুড়া অফিসের উপ মহাব্যবস্থাপকগণ সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে বক্তারা বলেন, আমানত সুরক্ষার সাথে ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স সিস্টেম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই বিষয়ে দেশের জনগণকে যথাযথভাবে জ্ঞাত করা হলে ব্যাংকিং চ্যানেলের বাইরে থাকা ক্ষুদ্র আমানতকারীগণ তাদের আমানত ব্যাংকিং খাতে সঞ্চয় করতে উৎসাহিত হবে। ফলে আমানত ও বিনিয়োগ প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। স্থানীয় ৪০টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রতিনিধিগণ এই সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

ময়মনসিংহ অফিস

ব্যাংক ক্লাবের নতুন কার্যকরী পরিষদ

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, ময়মনসিংহের ২০১৩-১৪ এর নতুন কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন ৮ অক্টোবর ২০১৩ অনুষ্ঠিত হয়। ফলাফল অনুযায়ী নতুন কার্যকরী পরিষদের সদস্যরা হলেন ঃ তোফাজ্জল হোসেন খান, সভাপতি; আবু ওয়ালিদ মুহম্মদ হারুন, সহ সভাপতি; মোঃ আবদুল মোমেন, সহ সভাপতি; ইফতেখার উদ্দিন আহমদ (রাজা), সাধারণ সম্পাদক; মোঃ ইমাম হাসান, সহ সাধারণ সম্পাদক; মোহাম্মদ আতিকুল মামুন, সহ সাধারণ সম্পাদক; সৈয়দ খায়রুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ; মোঃ রবিউল করিম, সাংগঠনিক সম্পাদক; মোঃ ইসহাক, ক্রীড়া সম্পাদক; সুলতান আহাম্মদ, প্রচার সম্পাদক; সিকদার তারান্নুম তারানা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক; মোঃ সামছুল হক, নাট্য ও বিনোদন সম্পাদক; মোঃ আরিফুল ইসলাম, দপ্তর সম্পাদক। সদস্যরা হলেন মোঃ আমিনুর রহমান, মোঃ মিজানুর রহমান, মোঃ আরিফ রব্বানী, মোঃ শফিউল করিম, মোঃ ইদ্রিছ আলী ও রুনু চন্দ্র দে।

সিলেট অফিস

জাল নোট সনাক্তকরণ মেশিন হস্তান্তর

বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট অফিসে ৯ অক্টোবর ২০১৩ স্থানীয় আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে ২৫টি জালনোট সনাক্তকরণ মেশিন হস্তান্তর করা হয়। মহাব্যবস্থাপক সুলতান আহাম্মদ এ উপলক্ষে সিলেট অফিসে আগত বাংলাদেশ পুলিশের সিলেট রেঞ্জের

মহাব্যবস্থাপক সুলতান আহমদ জালনোট সনাক্তকরণ মেশিন হস্তান্তর করছেন

ডিআইজি মোঃ মকবুল হোসেন ভূঁইয়া ও সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার (ডিআইজি) নিবাস চন্দ্র মাঝিকে স্বাগত জানান। তিনি সিলেট রেঞ্জের ডিআইজি'র নিকট ১০টি ও সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের নিকট ১৫টি জাল নোট সনাক্তকরণ মেশিন হস্তান্তর করেন। পুলিশ কর্মকর্তাগণ জালনোট সনাক্তকরণ মেশিন হস্তান্তরের জন্য মহাব্যবস্থাপককে ধন্যবাদ জানান। এ সময় সিলেট অফিসের উপ মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, অন্যান্য কর্মকর্তা ও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহী অফিস

এসএমই উদ্যোক্তা ও ব্যাংকার সম্মেলন

এসএমই ফাউন্ডেশনের আয়োজনে ও বাংলাদেশ ব্যাংক রাজশাহী অফিসের সহযোগিতায় এসএমই উদ্যোক্তা ও ব্যাংকার সম্মেলন এবং এসএমই খাতের উন্নয়নে ব্যাংকারদের দায়িত্ব ও অবদান শীর্ষক আলোচনা সভা ১ অক্টোবর ২০১৩ রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক এ.এইচ.এম কায়-খসরু। স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজশাহী অফিসের মহাব্যবস্থাপক জিন্নাতুল বাকেয়া। এ অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী ৩৮জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার মাঝে চার কোটি একানব্বই লক্ষ টাকার এসএমই ঋণ বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে এসএমই খাতের উন্নয়নে ব্যাংকারদের অবদান শীর্ষক আলোচনায় বক্তব্য রাখেন নির্বাহী পরিচালক এ.এইচ.এম কায়-খসরু, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. এম আমজাদ হোসেন, এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক এস.এম.শাহীন আনোয়ার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগের উপ মহাব্যবস্থাপক মোঃ আশ্রাফুল আলম।

উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) কর্তৃক Enterpreneurship Development and SME Business শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা বাংলাদেশ ব্যাংক রাজশাহী অফিসে ১-৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী অফিসের মহাব্যবস্থাপক জিন্নাতুল বাকেয়া। সভাপতিত্ব করেন বিআইবিএম এর অধ্যাপক ও পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ড. শাহ্ মোঃ আহ্সান হাবীব। প্রশিক্ষক ছিলেন বিআইবিএম এর অনুষদ সদস্য আশরাফ আল মামুন ও এ.এন.কে মিজান। এ কর্মশালায় বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বিভিন্ন ব্যাংকের ৫৮জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ গ্রহণ করেন।

এফসি অ্যাকাউন্ট : পরিচালনা পদ্ধতি বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমী ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ বাংলাদেশ ব্যাংক রাজশাহী অফিসের সেমিনার কক্ষে FC Accounts : Opening and Operational Procedures শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজশাহী অফিসের মহাব্যবস্থাপক জিন্নাতুল বাকেয়া। সভাপতিত্ব করেন বিবিটিএ'র মহাব্যবস্থাপক এ. কে. এম ফজলুর রহমান। প্রশিক্ষক ছিলেন বিবিটিএ'র উপ মহাব্যবস্থাপক মোঃ শাহিন-উল-ইসলাম, প্রধান কার্যালয়ের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগের উপ মহাব্যবস্থাপক মোঃ আওলাদ হোসেন চৌধুরী এবং উপ পরিচালক প্রদীপ পাল। এ কর্মশালায় বাংলাদেশ ব্যাংক, রাজশাহী অফিসসহ বিভিন্ন ব্যাংকের ৪২জন কর্মকর্তা অংশ গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক-এর শিল্পকলা সংগ্রহ অ্যালবামের প্রকাশনা উৎসব

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নান্দনিক চারু শিল্প সম্ভারের সচিত্র অ্যালবাম বাংলাদেশ ব্যাংক-এর শিল্পকলা সংগ্রহ-এর প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৩ নভেম্বর ২০১৩ রাজধানীর একটি হোটেলে অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠানটি উদযাপিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিল্পানুরাগীখ্যাত বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান।

অনুষ্ঠানে মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিল্প সমালোচক মইনুদ্দীন খালেদ। এছাড়া অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক-এর শিল্পকলা সংগ্রহ শীর্ষক অ্যালবামটির সম্পাদক শিল্পী হাশেম খান ও অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ম্যুরাল বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্য শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার।

বাংলাদেশ ব্যাংক সবসময়ই সৃজনশীল কাজকে উৎসাহিত করে এবং যে কোন অফিসের কর্মপরিবেশের নান্দনিক সৌন্দর্য এর কর্মীদের কল্পনাশক্তি ও সৃজনশীলতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বলে মত প্রকাশ করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান। তিনি আরও বলেন ব্যাংকের বিভিন্ন ভবন, প্রাঙ্গন ও স্থাপনায় ব্যাংকিং, অর্থনীতি, প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপর দেশের তিন প্রজন্মের সেরা শিল্পীদের করা শিল্পকর্মের বিশাল সম্ভার গড়ে তোলা হয়েছে আর সেগুলোর সচিত্র বিবরণই এই অ্যালবাম। অ্যালবামটি প্রকাশে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানান গভর্নর ড. আতিউর রহমান। এরপর মূল বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক শিল্পকর্ম আরো সংগ্রহ এবং শিল্পকর্মে ধানের বৈচিত্রময়তাকে যুক্ত করা উচিত বলে উল্লেখ করেন শিল্প সমালোচক মইনুদ্দীন খালেদ। শিল্পী মুনতাসীর মামুন ও শিল্পী হাশেম খান তাদের দেয়া বক্তব্যে অ্যালবাম প্রণয়নের কাজে সহযোগিতার জন্য ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর কর্মকর্তা এফ এম মোকাম্মেল হক, সাঈদা খানম ও তানভীর আহমেদকে ধন্যবাদ জানান। অন্যদিকে এমন একটি অ্যালবাম প্রকাশকে বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে অভিহিত করেন শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার।

সবশেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর প্রকাশনা উৎসবে উপস্থিত হওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং মূল্যবান পরামর্শ দেয়ার জন্য শিল্প সমালোচক মইনুদ্দীন খালেদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। মইনুদ্দিন খালেদের ম্যুরাল বিষয়ক পরামর্শ ময়মনসিংহ শাখা অফিসের ম্যুরাল নির্মাণের সময় বিবেচনা করা হবে বলে তিনি জানান। অনুষ্ঠানে দেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিকসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান শেষে অ্যালবামের ওপর একটি ভিডিও প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংক-এর শিল্পকলা সংগ্রহ অ্যালবামের প্রকাশনা উৎসবে অতিথিবৃন্দ

অধিকোষ কমিটি গঠন

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাহিত্যামোদী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সংগঠন অধিকোষের ২০১৩-১৫ মেয়াদের জন্য সম্প্রতি একটি উপদেষ্টা ও কার্যকরী পরিষদ গঠিত হয়েছে।

উপদেষ্টা পরিষদে রয়েছেন জিয়াউদ্দিন আহমেদ, সুধীর চন্দ্র দাস, ম. মাহফুজুর রহমান, শুভঙ্কর সাহা, কে এম আব্দুল ওয়াদুদ, এফ এম মোকাম্মেল হক, মোঃ সফিকুল ইসলাম, ম. আনোয়ারুল আমীন ও মোঃ মঞ্জুর উল হক।

কার্যকরী পরিষদের সভাপতি পদে আছেন মিজানুর রহমান জোদ্দার, সহ সভাপতি পদে আছেন শাহীন আখতার ও মল্লিক হাবিবুল্লাহ। মকবুল হোসেন সজল সাধারণ সম্পাদক পদে এবং সহ সাধারণ সম্পাদক পদে রয়েছেন ও এইচ এম সাফী এবং হাসিনা মমতাজ। কোষাধ্যক্ষ পদে রয়েছেন আলাউদ্দিন আলিফ, প্রচার সম্পাদক শায়েমা ইসলাম এবং সাংগঠনিক সম্পাদক পদে আছেন হামিদুল আলম সখা। সদস্য হিসেবে আছেন ফেরদৌস হোসেন, সৈয়দ নুরুল আলম, শামীম আরা, লিজা ফাহমিদা, রাফিয়া সুলতানা এবং কৃষ্ণা মিত্র। সদরঘাট শাখার প্রতিনিধি হিসেবে আছেন সাইরুল ইসলাম।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ভিত্তিহার পদ্ধতি সংক্রান্ত কর্মশালা

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ভিত্তি হার পদ্ধতি (Base Rate System) সংক্রান্ত গাইডলাইনটির ওপর একটি কর্মশালা ২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ বাংলাদেশ ব্যাংকে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে কর্মশালাটির উদ্বোধন করেন ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী। ৩১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগের কর্মকর্তাগণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

উল্লেখ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ এ গাইডলাইনটি প্রণয়ন করেছে। এর আগে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সুদহার নির্ধারণের কোন গাইডলাইন বা অভিন্ন ফরম্যাট না থাকায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজস্ব আঙ্গিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সুদহার নির্ধারণ করতো। ভিত্তি হার পদ্ধতির নতুন এ গাইডলাইন জারির ফলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সুদহার নির্ণয় সহজতর হবে এবং হিসাবায়নের স্বচ্ছতা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

আর্থিক সেবাভুক্তি সম্প্রসারণে বাংলাদেশ ব্যাংক

মোঃ আশ্রাফুল আলম

দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ১৯৭২ সালের 'বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার' অনুযায়ী অর্পিত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে এর কার্যক্রমের মাধ্যমে একটি গণমুখী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে ঐতিহ্যবাহী দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দেশের সকল শ্রেণি পেশার মানুষের উন্নয়নে বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। এসব জনকল্যাণমুখী উদ্যোগের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আর্থিক সেবার প্রবেশগম্যতায় বাধার সম্মুখীন বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের আর্থিক সেবাভুক্তি সম্প্রসারণ। আর্থিক সেবাভুক্তি সম্প্রসারণ এর প্রকৃতি, সামগ্রিকভাবে আর্থিক সেবাভুক্তি সম্প্রসারণের বৈশ্বিক ও দেশীয় প্রেক্ষাপট এবং এক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান ও অর্জনের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

আর্থিক সেবাভুক্তি এর সংজ্ঞায়নে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও সেবাভুক্তির মৌল নির্দেশকগুলোর বিষয়ে মোটামুটি সবাই একমত। আর্থিক সেবাভুক্তির মৌল নির্দেশকগুলোর অন্যতম হচ্ছে ঃ

১) বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সেবা পণ্যে (সঞ্চয়, ঋণ, অর্থ পরিশোধ ও স্থানান্তর এবং বীমা) ব্যাপকতর প্রবেশগম্যতা (broad access);

২) আর্থিক স্বাক্ষরতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ এবং গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ ব্যবস্থা (Financial literacy, capabilities and customer protection framework);

৩) প্রাপ্যতা, গুণমান, মূল্য ও স্থায়িত্বের বিচারে এসব আর্থিক পণ্য ও সেবা গ্রহণে ন্যূনতম বিধি বিধানের প্রয়োজনীয়তা (minimum requirements)।

সহজভাষায় বলা চলে, আর্থিক সেবাভুক্তি বলতে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থায় সবধরনের আর্থিক পণ্য ও সেবায় (সঞ্চয়, ঋণ, অর্থ পরিশোধ ও স্থানান্তর এবং বীমা) সমাজের সকল শ্রেণি, পেশার মানুষের প্রাপ্যতা, প্রবেশগম্যতা ও ব্যবহারের সুবিধা নিশ্চিতকরণ। বাংলাদেশে আর্থিক সেবাভুক্তি বিষয়টিকে জনপ্রিয় করে তোলা এবং এর সফল বাস্তবায়নের রূপকার বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান এর মতে, আর্থিক সেবাভুক্তি হচ্ছে দেশের রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে থাকা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পণ্য ও সেবায় সকল শ্রেণি, পেশা ও ভৌগোলিক অবস্থানের মানুষের অবাধ প্রবেশগম্যতা।

আর্থিক সেবাভুক্তির গুরুত্ব

কোন দেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক উন্নয়নে আর্থিক সেবাভুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১) বিস্তৃত আর্থিক সেবাভুক্তি উৎপাদনশীল সম্পদের দক্ষ বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে মূলধনী ব্যয়ে দক্ষতা আনে।

২) অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থিক ব্যবস্থার মাধ্যমে শোষণমূলক অপ্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থার করালগ্রাস থেকে দরিদ্র মানুষদের মুক্তি দিয়ে থাকে।

৩) দেশে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায় ফলে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় এবং এ প্রবৃদ্ধির সুফল সমাজের সকল শ্রেণি পেশার মানুষের মধ্যে প্রবৃদ্ধি অর্জনে অবদানের অনুপাতে বণ্টনের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৪) দেশের মানুষের মধ্যে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ স্পৃহা সৃষ্টি করে এবং সামগ্রিকভাবে দেশে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও স্থিতিশীল আর্থিক ব্যবস্থা স্থাপনে নীতিনির্ধারকদের সহায়তা করে।

আর্থিক সেবাভুক্তির সূচক (Index of Financial Inclusion) ও পরিমাপ

Alliance for Financial Inclusion (AFI) বিশ্বের শতাধিক দেশের আর্থিক খাতের রেগুলেটরদের একটি নেটওয়ার্ক যা বিশেষভাবে উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশসমূহের আর্থিক সেবাভুক্তি বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাচ্ছে। Alliance for Financial Inclusion (AFI) আর্থিক সেবাভুক্তি পরিমাপে প্রবেশগম্যতা ও ব্যবহারের হার এর ভিত্তিতে কিছু মৌলিক সূচক নির্ধারণ করেছে। সেবার গুণমান (quality aspect) বিচারের জটিলতার বিষয়টি বিবেচনায় এ মুহূর্তে এটিকে সূচকের পরিমাপের বাইরে রাখা হয়েছে। এর বাইরেও বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন রকম সূচক ব্যবহার করছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক Alliance for Financial Inclusion (AFI) এর সক্রিয় প্রাথমিক সদস্য (এ নেটওয়ার্কে মূলত আর্থিক খাতের রেগুলেটরি প্রতিষ্ঠানগুলো কোর সদস্য তবে আর্থিক খাতের অন্য প্রতিষ্ঠানও চাইলে এ নেটওয়ার্কের সদস্য হতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংক ছাড়াও বাংলাদেশের মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ) এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ সহযোগী সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রবেশগম্যতা ও ব্যবহারের হার এ দু'য়ের ভিত্তিতে Alliance for Financial Inclusion (AFI) ভিন্ন ভিন্ন সূচক ব্যবহার করে থাকে।

প্রবেশগম্যতার আলোকে সূচকসমূহ

১. প্রকার ও প্রশাসনিক একক অনুযায়ী প্রতি ১০,০০০ পূর্ণবয়স্ক মানুষের জন্য প্রবেশ কেন্দ্র (access point);

২. ন্যূনতম একটি প্রবেশ কেন্দ্র (access point) বিশিষ্ট প্রশাসনিক ইউনিটের শতকরা হার;

৩. ন্যূনতম একটি প্রবেশ কেন্দ্র (access point) সম্বলিত প্রশাসনিক ইউনিটে বসবাসরত জনসংখ্যার সাথে মোট জনসংখ্যার শতকরা হার।

ব্যবহার হার বিষয়ক সূচক

১. ন্যূনতম একটি নিয়ন্ত্রিত (regulated) সঞ্চয়ী হিসাবধারী পূর্ণবয়স্ক জনসংখ্যার শতকরা হার;

২. ন্যূনতম একটি নিয়ন্ত্রিত (regulated) ঋণ হিসাবধারী পূর্ণবয়স্ক জনসংখ্যার শতকরা হার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক সেবাভুক্তি সম্প্রসারণের উদ্যোগসমূহ

বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান গভর্নর ড. আতিউর রহমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যেন দরিদ্রবান্ধব ও টেকসই সাম্য-সহায়ক হয় অর্থাৎ প্রবৃদ্ধির সুফল যেন সমাজের অবহেলিত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে পারে সে লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে আরো মানবিক, অংশগ্রহণমূলক এবং জনহিতৈষী বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরের কৌশল হাতে নিয়েছেন। হতদরিদ্র, ভূমিহীন, ক্ষুদ্র

কৃষক, বর্গাচাষি, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, দরিদ্র নারীসহ আর্থিক সেবাবঞ্চিত সকল শ্রেণির কাছে আর্থিক সেবা সহজলভ্য করার ক্ষেত্রে গত চার বছর ধরে বাংলাদেশ ব্যাংক নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন বিশেষ করে, কৃষি খাতের উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন, এসএমই খাতের অগ্রগতি এবং সমাজের দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে ঋণ প্রবাহ বাড়ানোর সুফল এরই মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। চার বছরে গৃহীত আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক এ সমস্ত উদ্যোগের ফলে উৎপাদন বাড়ায় তা ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটিয়ে পণ্যমূল্যকে স্থিতিশীল রাখতে অবদান রাখছে। এই চার বছরে ব্যবসা ও উদ্যোক্তা বান্ধব ভরসার যে পরিবেশ তৈরি হয়েছে তাতে আগামী দিনগুলোতে দেশের অর্থনীতি আরো অংশগ্রহণমূলক, টেকসই ও গণমুখী হবে বলে আশা করা যায়। বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক সেবাভুক্তি সম্প্রসারণ উদ্যোগের উল্লেখযোগ্য সাফল্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধির উদ্যোগ

১) দরিদ্র প্রান্তিক কৃষকদের জন্য ১০ টাকার ব্যাংক হিসাব। বিগত জুন ২০১৩ পর্যন্ত মোট কৃষক ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে ৯৬.৭৪ লক্ষ;

২) মোবাইল ব্যাংকিং হিসাব। অক্টোবর ২০১৩ পর্যন্ত মোট মোবাইল ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে ১.০২ কোটি;

৩) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সুবিধাভোগী, বেকার যুবক/যুব নারী, হতদরিদ্র, মুক্তিযোদ্ধা, হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে অনুদানপ্রাপ্ত দুস্থ ব্যক্তি, ক্ষুদ্র জীবন বীমা গ্রহীতা ও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে ব্যাংক হিসাব। বিভিন্নমুখী সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় থাকা জনসাধারণের মধ্যে নো-ফ্রিল্স ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে ৩৫.০০ লক্ষাধিক। স্কুল ব্যাংকিং এর আওতায় জুন ২০১৩ পর্যন্ত খোলা হিসাবের সংখ্যা ২.২৫ লক্ষ;

৪) কৃষি ও এসএমই এর জন্য সুনির্দিষ্ট শাখা খোলার অনুমতি প্রদান;

৫) নতুন শাখা খোলার ক্ষেত্রে প্রতিটি শহুরে শাখার বিপরীতে একটি গ্রামীণ শাখা খোলার বাধ্যবাধকতা;

৬) গার্মেন্টস্ শ্রমিকদের জন্য ১০০ টাকার ব্যাংক হিসাব; ও

৭) এজেন্ট ব্যাংকিং নীতিমালা প্রণয়ন ও এজেন্ট ব্যাংকিং চালুকরণের উদ্যোগ ও আরো বেশ কিছু উদ্যোগ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন পর্যায়ে রয়েছে।

ব্যবহার হার বৃদ্ধির উদ্যোগ

১) লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক এসএমই ও কৃষি ঋণ কার্যক্রম চালুকরণ;

২) কৃষি ও এসএমই ঋণ কার্যক্রমে এরিয়া এপ্রোচ এর ব্যবহার;

৩) ব্যাংকগুলোর মোট ঋণ পোর্টফলিও'র সুনির্দিষ্ট হারে কৃষি ঋণ বিতরণের বাধ্যবাধকতা;

৪) বর্গাচাষিদের জন্য ঋণ বিতরণ কর্মসূচি;

৫) কৃষিতে সম্পৃক্ত নারীদের জন্য ঋণ কর্মসূচি;

৬) আমদানি নির্ভর ফসল চাষে রেয়াতি সুদ হারে ঋণ কর্মসূচি;

৭) কৃষিভিত্তিক ও কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের জন্য বিশেষ তহবিল;

৮) কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য সাধারণ/উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে গ্রামীণ অঞ্চলকে প্রাধান্য দিয়ে পুনঃঅর্থায়ন ব্যবস্থা চালুকরণ;

৯) নারী ও প্রতিবন্ধী উদ্যোক্তাদের জন্য রেয়াতি সুদ হারে বিশেষ তহবিল;

১০) কটেজ, মাইক্রো উদ্যোক্তাদের ব্যাংকিং এর আওতায় আনয়ন;

১১) কটেজ, মাইক্রো ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের জন্য গ্রুপভিত্তিক ঋণ;

১২) মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণ সীমা ১০ হাজার টাকায় নির্ধারণ, গ্রুপভিত্তিক ঋণ চালুকরণ; এবং

১৩) মাইক্রো ফাইনান্সিং ইনস্টিটিউশনের সাথে লিংকেজ প্রোগ্রামের মাধ্যমে ঋণ বিতরণের সুযোগ সৃষ্টি।

বাংলাদেশের আর্থিক সেবাভুক্তির অবস্থান

বিগত চার বছরেরও বেশি সময় বাংলাদেশ ব্যাংক দেশে আর্থিক সেবাভুক্তি বৃদ্ধির নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এ খাতে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের ২০১১ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি গ্লোবাল ফিনডেক্স (Global Financial Inclusion Index-FINDEX) অনুযায়ী বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ গ্রুপ ও দক্ষিণ এশীয় গড়ের চাইতে বেশি আর্থিক সেবাভুক্তি অর্জন করেছে। সাম্প্রতিককালে চালু হওয়া মোবাইল ব্যাংক হিসাব আর্থিক সেবাভুক্তির পরিমাপে অন্তর্ভুক্ত করা হলে সার্বিক বিচারে বাংলাদেশের

সূচক	বাংলাদেশ	দক্ষিণ এশিয়া	নিম্ন আয়ের দেশ
প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সঞ্চয়ী হিসাবধারী পূর্ণবয়স্ক মানুষের শতকরা হার	৩৯.৬	৩৩	২৩.৭
বিগত বছরে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা থেকে ঋণ গ্রহণ	২৩.৩	৮.৭	১১.৪

আর্থিক সেবাভুক্তি ২০১৩ এর জুন ভিত্তিতে শতকরা ৬০ ভাগ অতিক্রম করেছে বলা যায়।

বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক সেবাভুক্তির অগ্রগতি পরিমাপে যেসব সূচকসমূহ ব্যবহার করে থাকে তার মধ্যে কয়েকটি হলো ঃ

১) ব্যাংকিং সেবার ভৌগোলিক ও জনতাত্ত্বিক বিস্তার (প্রতি ১০০০ বর্গকিলোমিটারে ব্যাংক শাখা/এটিএম বুথের সংখ্যা এবং প্রতি ১০০ হাজার জনসংখ্যায় ব্যাংক শাখা/এটিএম বুথের সংখ্যা);

২) প্রতি হাজার জনসংখ্যায় সঞ্চয়ী হিসাব ও ঋণ হিসাবের সংখ্যা;

৩) সঞ্চয়/জিডিপি ও ঋণ/জিডিপি অনুপাত (এটি একটি ধারণা দেয় মাত্র প্রকৃত বিচারে এটি আর্থিক সেবাভুক্তি বিস্তারের নির্দেশক নয়);

৪) প্রতি ১০০ হাজার জনসংখ্যায় মাইক্রো ফাইনান্স ইনস্টিটিউশন শাখা/প্রতি ১০০০ বর্গকিলোমিটারে মাইক্রো ফাইনান্স ইনস্টিটিউশন শাখা।

অতি সম্প্রতি বিল-মেলিন্ডা গেটস্ ফাউন্ডেশনের সহায়তায় বাংলাদেশের আর্থিক সেবাভুক্তির ইন্টারঅ্যাকটিভ ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে, যেখানে বাংলাদেশের আর্থিক প্রবেশগম্যতা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য প্রদর্শন করা হয়েছে (http://www.fspmaps.com/)। এ ম্যাপ অনুযায়ী আর্থিক প্রবেশ কেন্দ্রের (ব্যাংক শাখা/এমএফআই শাখা/এটিএম বুথ) পাঁচ কিলোমিটার এর মধ্যে দেশের ৮৯% জনসাধারণ অবস্থান করে। উল্লিখিত ম্যাপে অন্য যে দেশগুলোর অবস্থান দেখানো হয়েছে সেগুলো হলো তাঞ্জানিয়া, উগান্ডা ও নাইজেরিয়া। একই সূচকে তাঞ্জানিয়া, উগান্ডা ও নাইজেরিয়ার অবস্থান যথাক্রমে শতকরা ৩৯%, ৪৩% ও ৪৭%। তবে বাংলাদেশ ব্যাংককে বাংলাদেশের আর্থিক সেবাভুক্তি বিস্তারের লক্ষ্যে আরও অনেকদূর যেতে হবে। মালয়েশিয়া ২০১৪ সালের মধ্যে শতকরা ১০০ ভাগ আর্থিক সেবাভুক্তি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। আমরাও পিছিয়ে থাকতে চাই না। আমাদের আর্থিক সেবাভুক্তি বিস্তারের লক্ষ্যে এ মুহূর্তে প্রয়োজন একটি জাতীয় আর্থিক সেবাভুক্তি কৌশলপত্র প্রণয়ন, দ্রুত আর্থিক স্বাক্ষরতা ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির একটি সমন্বিত পরিকল্পিত উদ্যোগ। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এ বিষয়ে প্রাথমিক কাজ শুরু করেছে। সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন আমরাও বাংলাদেশে ১০০ ভাগ আর্থিক সেবাভুক্তি অর্জনে সক্ষম হবো।

■ *লেখক: ডিজিএম, এসএমই এন্ড এসপিডি*

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবদুল হক ব্যাংকের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ তত্ত্বাবধান করছেন। বিভাগগুলোর মধ্যে আছে ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স ডিপার্টমেন্ট, ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ও আইন বিভাগ। তাছাড়া সামাজিক কল্যাণমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। এ সাক্ষাৎকারে তিনি বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ নিয়ে সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন।

বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের বর্তমান স্থিতি সম্পর্কে কিছু বলুন।

বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ বর্তমানে মার্কিন ডলার ১৭ বিলিয়ন অতিক্রম করেছে। রিজার্ভের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ৩০ জুন ২০০৮ তারিখে রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৬.১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা গত ৬.১১.২০১৩ তারিখে দাঁড়িয়েছে ১৭.৬৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। অর্থাৎ এ সময়ে রিজার্ভের পরিমাণ ১৮৮.২৪% বৃদ্ধি পেয়েছে। রিজার্ভের এ বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। বৈশ্বিক মন্দার পরেও দেশের অর্থনীতির সার্বিক বিবেচনায় রিজার্ভের পরিমাণ স্বস্তিজনক পর্যায়ে রয়েছে।

নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবদুল হক

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ কি কি মুদ্রায় রাখা হয় ?

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ একটি নির্দিষ্ট মুদ্রায় নয় বরং বিভিন্ন মুদ্রায় রাখা হয়। আমাদের একটি Currency Bench Mark রয়েছে। সেই বেঞ্চ মার্কের আদর্শ অনুযায়ীই বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ মার্কিন ডলার, ইউরো, ব্রিটিশ পাউন্ড, কানাডিয়ান ডলার, অস্ট্রেলিয়ান ডলার, জাপানিজ ইয়েন, এসডিআর ইত্যাদি মুদ্রায় রাখা হয়। এছাড়া, বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভে স্বর্ণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের বিপরীতে যেহেতু মুদ্রা সরবরাহ হয়ে থাকে তাই অধিক পরিমাণ রিজার্ভ সঠিকভাবে ব্যবহার না করলে তা মূল্যস্ফীতির কারণ হতে পারে। বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভের যথাযথ ব্যবহারে সচেষ্ট রয়েছে, যাতে এ রিজার্ভ কোনভাবেই মূল্যস্ফীতির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে না পারে।

বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ বৃদ্ধিতে দেশের কী সুবিধা হয়েছে ?

রিজার্ভ বৃদ্ধির ফলে দেশের অর্থনীতির উপর বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ বেড়েছে। তাছাড়া, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈদেশিক ব্যবসায়ীদের দেশীয় ব্যবসায়ীদের ওপর ভরসা বেড়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার যথেষ্ট মজুদ একদিকে যেমন দেশের উন্নততর সার্বভৌম রেটিং প্রাপ্তিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে সরকারি/বেসরকারি পর্যায়ে অপেক্ষাকৃত কম সুদে ঋণ গ্রহণ করতে পারে, অন্যদিকে বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ আকর্ষণেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। রিজার্ভ বৃদ্ধির কারণে মার্কিন ডলারের বিপরীতে বাংলাদেশী টাকা পূর্বের তুলনায় শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে।

বর্তমান রিজার্ভ দিয়ে প্রায় ছয় মাসের আমদানি দায় মেটানো সম্ভব। দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির বিবেচনায় বর্তমান মজুদ স্বস্তিদায়ক।

বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ কীভাবে বিনিয়োগ করা হয় ?

রিজার্ভ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে রিজার্ভের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও প্রয়োজনীয় তারল্য নিশ্চিতকরণপূর্বক বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে রিজার্ভ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। রিজার্ভের নিরাপত্তা বিধান,

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, বিনিয়োগ কার্যক্রম কি ভাবে পরিচালনা করতে হবে সে বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের বোর্ড অনুমোদিত Reserve Management Guideline (RMG) এ সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেয়া আছে। রিজার্ভ ব্যবস্থাপনার পুরো বিষয়টি দেখভাল করার জন্য একজন ডেপুটি গভর্নর এর সভাপতিত্বে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ইনভেস্টমেন্ট কমিটি রয়েছে। RMG – এর নির্দেশনা অনুযায়ী রিজার্ভকে লিকুইডিটি ট্রান্স ও ইনভেস্টমেন্ট ট্রান্স এ দুটি ট্রান্সে ভাগ করা হয়েছে। সরকারি বিভিন্ন দায়, আকু দায় সহ যাবতীয় দায় পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ লিকুইডিটি ট্রান্সে রেখে অবশিষ্টাংশ বিনিয়োগ করা হয়। বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ হতে প্রধানত UST-bill, Short term deposit ও Bond-এ বিনিয়োগ করা হয়।

অধিক পরিমাণ রিজার্ভের কোন নেতিবাচক দিক আছে কি ?

বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের বিপরীতে যেহেতু মুদ্রা সরবরাহ হয়ে থাকে তাই অধিক পরিমাণ রিজার্ভ সঠিকভাবে ব্যবহার না করলে তা মূল্যস্ফীতির কারণ হতে পারে। তবে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের বর্তমান স্থিতি স্বস্তিদায়ক হলেও তা প্রয়োজনাতিরিক্ত নয়। বাংলাদেশ ব্যাংক রিজার্ভের যথাযথ ব্যবহারে সচেষ্ট রয়েছে, যাতে এ রিজার্ভ কোনভাবেই মূল্যস্ফীতির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে না পারে।

রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি ?

আমাদের Investment Committee কর্তৃক উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা পর্যালোচনা করে সময়োপযোগী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে আরো আধুনিক করার উদ্যোগ নিয়েছে। এছাড়াও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ ও বিনিয়োগ বহুমুখীকরণের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

আপনি আমানত বীমা বিভাগও দেখভাল করছেন বলে আমরা জানি। বাংলাদেশের সকল আমানতকারীই কি উক্ত আমানত বীমার আওতায় সুরক্ষিত ?

ব্যাংক আমানত বীমা আইন-২০০০ অনুযায়ী বর্তমানে শুধু তফসিলি ব্যাংকের আমানতকারীরাই উক্ত বীমার আওতায় রয়েছেন। তবে আমি বিভাগের দায়িত্ব নেয়ার পরপরই এ আইন সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করি। কারণ ব্যাংকের আমানতকারীদের বাইরেও আর্থিক প্রতিষ্ঠান (Leasing Company) সমূহের বিপুল সংখ্যক আমানতকারী রয়েছেন, যারা বর্তমান আইনে বীমার আওতায় সুরক্ষিত নন। কাজেই ব্যাংক আমানত বীমা আইন-২০০০ এর কিছু সংশোধনী প্রস্তাব অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। যা বর্তমান সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। আইনটি সংশোধন হলেই ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সকল আমানতকারীই বীমা আইনের আওতায় প্রটেকশন পাবেন।

আমরা শুনেছি যে, চাকরির পাশাপাশি আপনি সামাজিক বেশ কিছু কর্মকাণ্ডে জড়িত রয়েছেন। এ ব্যাপারে কিছু বলবেন কি ?

হ্যাঁ, আমি ছোটবেলা থেকেই সামাজিক কল্যাণমূলক নানাবিধ কর্মকাণ্ডে জড়িত। যেমন আমার নিজ গ্রামে স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭২ সালে একটি ক্লাব (বর্তমানে সরকার কর্তৃক স্বীকৃত একটি ভালো ক্লাব হিসেবে চিহ্নিত) প্রতিষ্ঠা করি। এরপর আস্তে আস্তে বিভিন্নভাবে আমি নানাবিধ সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে পড়ি। জনকল্যাণমূলক এ সকল কাজের মধ্যে থাকতে আমি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। দীর্ঘদিন যাবৎ আমি বাংলাদেশ স্কাউটস্ এর Deputy National Commissioner (Rules) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। এ ছাড়াও আমি Officers' Club Dhaka এর জীবন সদস্য, The IBA Alumni Association এর নির্বাহী কমিটির সদস্য, বাংলাদেশ ভাষা সমিতির কোষাধ্যক্ষ, বৃহত্তর ফরিদপুর চাকরিজীবী সমিতি ও মাদারীপুর জেলা সমিতির ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

একটি অচল নোট

(২১ পৃষ্ঠার পর)

ড্রয়ারেই রেখেছিলেন। নোটটা আছে তো ? তক্ষুণি অফিসের পথ ধরলেন। দু'একজন এখনো ওভারটাইম করছেন। কি ব্যাপার ফারুক সাহেব? না, একটা জিনিস ফেলে গিয়েছিলাম। অনেক সময় নিয়ে অনেক খোজাখুঁজি করেও নোটটি তিনি পেলেন না। হঠাৎ করেই ফারুক সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। চিৎকার করে সেই এমএলএসএস এর বদনাম করতে লাগলেন। বলতে লাগলেন তাকে চাকরিচ্যুত করে কর্তৃপক্ষ একদম ঠিক কাজই করেছে। বদমাশ কোথাকার। কী হয়েছে ফারুক সাহেব, আপনারো কিছু নিয়ে গেছে নাকি ? হ্যাঁ ভাই, আমারও ... ফারুক সাহেব থেমে গেলেন। নোটটা কি তার? নাহ্।

খুবই ক্ষিপ্ত মেজাজ নিয়ে বাড়ি ফিরলেন ফারুক সাহেব। স্ত্রীকে বললেন সব কথা। রাবেয়া বেগম হেসে কুটিকুটি। নোটটা তো আপনি বাসায় রেখেছেন। ওহ, তাই নাকি! আহা, বেচারা নির্দোষ একটা মানুষের প্রতি কতো কথাই না বললাম। রাবেয়া বেগম আগেও কয়েকদিন খেয়াল করেছেন প্রথম প্রথম তার স্বামী এই নোটটা কীভাবে হাতছাড়া করা যায় তার ফিকির করতেন। কিন্তু ইদানিং এটা আর হাতছাড়া করতে চান না। লোকে বলে এটাকে নাকি সরকার অচল নোট বলে দিয়েছে। তিনি বুঝে উঠতে পারেন না একটা অচল নোটের জন্য এত মায়া কেন তার স্বামীর।

দিন-সপ্তাহ-মাস-বছর যায়। অফিসের পুরনো চেহারা আস্তে আস্তে নতুন হয়। সহকর্মীদের চেহারাও সুন্দর হয়। কারো কারো স্বাস্থ্য বেশ সুঠাম হয়ে ওঠে। ফারুক সাহেবের এসব দেখে বেশ ভালো লাগে। অবশ্য তার নিজের স্বাস্থ্যে তেমন একটা পরিবর্তন আসেনি। বরং তার স্ত্রীর স্বাস্থ্য দিনে দিনে খারাপের দিকে যাচ্ছে। সন্তান লাভের চেষ্টায় অনেক ডাক্তার-কবিরাজ দেখিয়েও ফল হয় নি। রাবেয়া বেগম সারাক্ষণ মনমরা হয়ে থাকেন। কিন্তু কখনো মুখ ফুটে একটা অভিযোগও করেন নি। ইদানিং তার শরীরটা যেন একটু বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছে। ডাক্তার দেখানো দরকার।

জুলাই এর শেষ। বর্ষার রাত। রাবেয়া বেগম তিনদিন ধরে জ্বরে শয্যাশায়ী। ডাক্তার ওষুধ লিখে দিয়েছেন। ওষুধ কেনার জন্য ফারুক সাহেব বেতন পাওয়ার অপেক্ষায় আছেন। কাল বেতন হবে। সে রাতে জ্বরের ঘোরে রাবেয়া বেগম অসংলগ্ন অনেক কথা বলতে লাগলেন। ফারুক সাহেব একটু ভয়ই পেয়ে গেলেন। হাতে মোটেই টাকা নেই। কী করা যায়। সেই একশত টাকার নোটটা সম্বল করে ফারুক সাহেব বৃষ্টি মাথায় বেরিয়ে পড়লেন। অনেক অনুনয় বিনয়ের পরও কোন অষুধের দোকানেই নোটটা নিল না। ফারুক সাহেব অত্যন্ত অসহায় বোধ করলেন। কী করা যায় বুঝে উঠতে পারলেন না। স্ত্রীর সাথে একটা পরামর্শ করতে পারলে ভালো হয়। কিন্তু ও তো এখন কথা বলার মত অবস্থায় নেই। এসব ভাবতে ভাবতে ফারুক সাহেব শেষ পর্যন্ত বাসার পথই ধরলেন। পৌঁছতে পৌঁছতে বাড়ির সামনে ভিড় জমে গেল।

■ *লেখক: সহকারী পরিচালক, ইতিহাস গবেষণা টীম*

বাণিজ্যিক রাজধানী ও বন্দর নগরীর
অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সহযোগী

বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে বাংলাদেশ ব্যাংক

কর্ণফুলী নদীর তীরে গড়ে ওঠা বন্দর নগরী এবং বাণিজ্যিক রাজধানীখ্যাত চট্টগ্রামে অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিস কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা অফিস। ১৯৪৭ সালে চট্টগ্রামে স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের শাখা অফিস এর বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ চালুর মাধ্যমে ১২ জুলাই ১৯৪৮ সাল হতে জুবিলী রোডস্থ অস্থায়ী কার্যালয়ে কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর একই ভবনে ১৫ জুলাই ১৯৫২ হতে পুরোপুরি ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শাখা হিসেবে চট্টগ্রাম অফিস বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম নামে অভিহিত হয়। অফিসের প্রথম প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তৎকালীন ব্যবস্থাপক এম.এ. লতিফ। এ. কে. মতলুব আহমদ ছিলেন প্রথম মহাব্যবস্থাপক। বর্তমানে অফিসের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন নির্মল চন্দ্র ভক্ত এবং মহাব্যবস্থাপক পদে কর্মরত রয়েছেন মোহাম্মদ মাসুম কামাল ভূঁইয়া।

চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক নির্মল চন্দ্র ভক্ত

অফিস ভবন

বর্তমানে চট্টগ্রাম অফিসের বিভিন্নমুখী কার্যক্রম মোট ৩টি অফিস ভবনে সম্পাদিত হচ্ছে। ভবনগুলোর মধ্যে নতুন ভবনটি ১৫ তলা ভিত্তির ওপর নির্মিত ৬ তলা ভবন এবং অন্য দুইটি ভবন ৩ তলা । ১৯৮৪ নগরীর কোর্ট হিলের পাদদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংক ভবন মোট ৩.২৮ একর জমির ওপর অবস্থিত। মূল ভবনের প্রবেশপথের নিরাপত্তা বেষ্টনী পার হয়ে ব্যাংকিং হলে পৌঁছলেই সবার নজর কাড়বে নান্দনিক সৌন্দর্যসম্পন্ন বড় একটি ম্যুরাল। অত্যাধুনিক ভল্টের পাশাপাশি জনসাধারণকে সেবাদানের জন্য রয়েছে ৯৮টি কাউন্টার সম্বলিত সুপরিসর ব্যাংকিং হল এবং নিচে কার পার্কিং এর সুব্যবস্থা।

প্রশাসনিক কাঠামো

ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, কৃষি ঋণ বিভাগ, এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট, ব্যাংকিং বিভাগ, প্রশাসন বিভাগ এবং ক্যাশ বিভাগের সমন্বয়ে ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্যাবলী পরিচালিত হয়। ১০জন উপ মহাব্যবস্থাপক পদ মর্যাদার কর্মকর্তাসহ বর্তমানে অফিসে কর্মরত পদবল ৪৯৪। অফিসের অনুমোদিত লোকবল ৮৭৫জন। সরকারের পক্ষে লেনদেন ছাড়াও শাখা অফিস হিসেবে এ অঞ্চলের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মনিটরিং ও অন্যান্য প্রাত্যহিক কাজ সম্পাদনের অধিক্ষেত্র হিসেবে রয়েছে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, কুমিল্লা এবং চাঁদপুর জেলায় অবস্থিত তফসিলি ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ। ক্যাশ বিভাগ, ডিপোজিট একাউন্টস বিভাগ বাণিজ্যিক ব্যাংক ও নিজস্ব আয়-ব্যয়ের হিসাবায়ন করে থাকে। বর্তমানে নিকাশ ঘরের সদস্য সংখ্যা ৪৫।

ধাতব মুদ্রা খালাসকরণ এবং সংরক্ষণ

বিদেশি ছাপাখানা/মিন্ট হতে আমদানিকৃত সকল ধরনের ধাতব মুদ্রা একমাত্র চট্টগ্রাম বন্দর হতে খালাস করতে হয় অর্থাৎ এ ব্যাপারে চট্টগ্রাম

বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিস ভবন

অফিসকে 'গেটওয়ে' বলা যায়। এ কাজের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে আলোচনাপূর্বক ২০০৮ সালে Self Clearing Licence গ্রহণ করে।

ব্যাংকের প্রয়োজনীয় মনিহারি দ্রব্যাদির ক্রয়, সংরক্ষণ এবং বিতরণ

২০১১ সালের জুলাই মাসের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের কেন্দ্রীয় মনিহারি বিভাগ নিজ অফিস ছাড়াও ব্যাংকের অন্যান্য অফিসের বার্ষিক চাহিদাপত্র অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজ, মনিহারি দ্রব্য, ফরম, রেজিস্টার ইত্যাদি সরবরাহ করতো।

আধুনিকায়ন

বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য অফিসের মতো চট্টগ্রাম অফিসের বিভিন্ন কার্যক্রমে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অটোমেশন শুরু হয়েছে। SAP, Core Banking Software, Banking Application Package, Medical Information System, Automated Clearing House, Human Resource Management System, Document Management System, Leave Management System সহ বাংলাদেশ ব্যাংকের আরও বেশ কয়েকটি নিজস্ব সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

আবাসন, স্কুল ও অন্যান্য

অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বাসস্থান সমস্যা লাঘবের জন্য নগরীর আগ্রাবাদ এলাকায় মোট ১১.২১ একর জমির ওপর এ পর্যন্ত ১৮টি বহুতল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এবং ২৮৫টি ফ্ল্যাট বরাদ্দ করা হয়েছে। এখানে রয়েছে একটি মাধ্যমিক স্কুল যাতে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পোষ্যগণ এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার অসংখ্য বিদ্যানুরাগী ছাত্র/ছাত্রী লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে। ২০১৩ সালের এসএসসি পরীক্ষায় চট্টগ্রাম বোর্ডে শতভাগ পাশের সেরা বিশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকায় ৮ম স্থান অর্জন করে। দ্বিতল বিশিষ্ট একটি সুদৃশ্য মসজিদও কর্মচারী নিবাসের শোভা বর্ধন করছে। ব্যাংকের নাছিরাবাদস্থ ভূ-সম্পত্তিতে মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী স্কাউট ডেন

১৯৬১ সালের ১৪মে বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী স্কাউট গ্রুপ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীতে এটি স্কাউট ডেন-এ রূপ লাভ করে। স্কাউট ডেনের বর্তমান প্রধান পৃষ্ঠপোষক বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান এবং পৃষ্ঠপোষক হিসেবে রয়েছেন ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম, আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান, সিতাংশু কুমার সুর চৌধুরী ও নাজনীন সুলতানা।

বিনোদন ব্যবস্থা

অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ও চিত্তবিনোদনের জন্য ব্যাংক ক্লাব নিয়মিতভাবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বার্ষিক নাটক আয়োজন করে। বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ প্রাতিষ্ঠানিক কমান্ড, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রতিটি জাতীয় দিবসে স্থানীয় ব্যাংক চত্বরে স্থাপিত শহীদ বেদী ছাড়াও কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পুষ্পমাল্য অর্পণ, আলোচনা সভা ও শিশু-কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়ে থাকে।

কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সমবায় সমিতি

বাংলাদেশ ব্যাংক চট্টগ্রামে রয়েছে দু'টি কো-অপারেটিভ সোসাইটি। বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড, চট্টগ্রাম (চক্রেসো) এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী ভোগ্যপণ্য সমবায় সমিতি লিমিটেড। প্রতিষ্ঠান দু'টি সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধিত। ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ঋণ প্রদান ও ভোগ্যপণ্য বিক্রয়ে এ সমিতি দু'টি সেবা প্রদান করে থাকে।

অন্যান্য ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক

চট্টগ্রাম অফিস নিয়মিত ব্যাংক শাখা পরিদর্শন, জালনোট প্রতিরোধ, ত্রুটিযুক্ত নোট সনাক্তকরণ, কৃষি ও এসএমই সংক্রান্ত ঋণ পর্যালোচনা, খেলাপি ঋণ পর্যালোচনা, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধসহ বিভিন্ন ধরনের সভা, সেমিনার, কর্মশালার আয়োজন করে সামাজিক দায়বদ্ধতা, সচেতনতা ও পেশাগত উৎকর্ষ সাধনে মূলত ব্যাংকগুলোকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে।

প্রধান কার্যালয়ের কাছে প্রত্যাশা

সাগরপাড়ে অবস্থিত হওয়ায় বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকার কারণে শীতকাল ছাড়া অন্যান্য সময়ে খুব গরম অনুভূত হয়। তাই কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা হলে অফিসের কর্মপরিবেশ আরও উন্নত হবে। এছাড়া, নতুন ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ এবং ভবনগুলোতে কিউবিক্যাল্স স্থাপন এখন সময়ের দাবি। চট্টগ্রাম অফিসে কর্মরত জনবল মঞ্জুরিকৃত জনবলের প্রায় অর্ধেক। লোকবল প্রত্যাশামাফিক বাড়ানো হলে এবং দেশে ও দেশের বাইরে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলে কাজের গতিশীলতার পাশাপাশি সেবা গ্রহীতাদের সেবার মান উন্নয়ন সম্ভব হবে বলে চট্টগ্রাম অফিসের কর্মকর্তাগণ মনে করেন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিভিন্ন নীতিমালা ও কার্যক্রম এ অঞ্চলে সুস্পষ্ট ও সুচারুভাবে পরিচালনা ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে বলে চট্টগ্রাম বিভাগের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভিত্তি দৃঢ় এবং সুসংহত রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

প্রতিবেদক : মোহাম্মদ মনিরুল হায়দার
সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম

বাংলাদেশ ব্যাংককে একটি তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর, অংশগ্রহণমূলক, মানবিক এবং জনহিতৈষী কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রূপান্তরের জন্য গত চার বছরে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উন্নয়ন কার্যক্রমের এ অগ্রগতি নিয়ে ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও স্টেকহোল্ডারগণ মতামত দিয়েছেন –

'তৃতীয় আন্তর্জাতিক শিল্প প্রকৌশল ও পরিচালন ব্যবস্থাপনা সম্মেলনে' পুরস্কৃত হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক

– মোঃ আবুল কাসেম, ডেপুটি গভর্নর

গত চার বছরে বাংলাদেশ ব্যাংকে অনেক কাজ হয়েছে। তার মধ্যে আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই ক্রয় সংক্রান্ত কার্য সম্পাদনের জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে ওয়েবভিত্তিক ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা চালুকরণ। ১২ মে ২০১০ তারিখে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের দেশি-বিদেশি টেন্ডার প্রক্রিয়ায় এ সফট্ওয়্যারটি ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলাদেশের সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকেই প্রথম অনলাইনে দরপত্র আহ্বান, দরপত্র গ্রহণ, মূল্যায়নসহ দরপত্র সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সুচারুভাবে সম্পন্ন করার মাধ্যমে নিরপেক্ষ টেন্ডারিং পদ্ধতি বাস্তবায়িত হয়েছে। স্থানীয় ও বিদেশি কোম্পানিগুলো এখন ওয়েবসাইটে তাদের দরপত্র সংক্রান্ত কাগজপত্র দাখিল করতে পারছে। এটি একটি নিরাপদ দরপত্র ব্যবস্থা। এটি দরপত্র প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি অনাকাঙ্ক্ষিত জটিলতা পরিহারে ভূমিকা রেখেছে। এ সফট্ওয়্যারে ডাটা সিকিউরিটি ও ডাটা ইন্ট্রেগ্রিটি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অডিট ট্রায়ালসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের আইসিটি সিকিউরিটি পলিসি অনুসরণ করা হয়েছে। আর্থিক ডাটাসহ স্পর্শকাতর তথ্যগুলো এনক্রিপটেড অবস্থায় ডাটাবেজে সংরক্ষিত থাকার ফলে কোন ব্যবহারকারী ডাটাবেজে প্রবেশ করলেও ডাটা দেখার সুযোগ পাবেন না।

এ পর্যন্ত প্রায় সাতশত তেষট্টিটি দরপত্র এই প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়েছে এবং আরো প্রায় সাতচল্লিশটি দরপত্র বিভিন্ন পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া রূপালী ব্যাংক লিঃ, সোনালী ব্যাংক লিঃ, অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জাতীয় কিডনী ফাউন্ডেশনসহ আরো অনেক প্রতিষ্ঠানের আগ্রহের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিটি তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া, দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বাংলাদেশ) লিঃ তাদের আন্তর্জাতিক দরপত্রগুলো আমাদের ই-টেন্ডারিং সিস্টেম ব্যবহার করে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছে। বাংলাদেশ সেতু বিভাগ বাংলাদেশ ব্যাংকের মতো নিজ প্রতিষ্ঠানে ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা চালু করতে আগ্রহ প্রকাশ করায় তাদেরকে এ সফট্ওয়্যারটি সরবরাহ করা হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিটি আমেরিকার লরেন্স টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটি আয়োজিত তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত 'তৃতীয় আন্তর্জাতিক শিল্প প্রকৌশল ও পরিচালন ব্যবস্থাপনা সম্মেলন' এ পুরস্কৃত হয়ে দেশের জন্যে গৌরব বয়ে এনেছে।

এগমন্ট গ্রুপের সদস্যপদ লাভ সাম্প্রতিক সময়ের একটি বড় অর্জন

– আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান, ডেপুটি গভর্নর

চলতি বছরের জুলাই মাসে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বিশ্বের ১৩৯টি দেশের এফআইইউ এর সংগঠন এগমন্ট গ্রুপের সদস্যপদ লাভ করে। এর ফলে এগমন্ট গ্রুপভুক্ত ১৩৯টি দেশের সাথে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের তথ্য আদান প্রদান করা সহজ হবে; যা মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ এবং বিদেশে পাচারকৃত অর্থ ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

উল্লেখ্য বাংলাদেশ ২০০৮ সালে এগমন্ট গ্রুপের সদস্যপদ লাভের জন্য আবেদন করলেও একই সময়ে বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সক্ষমতা যাচাইকল্পে এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ অন ম্যানিলন্ডারিং (APG) কর্তৃক মিউচ্যুয়াল ইভ্যালুয়েশন কার্যক্রম সম্পন্ন হয় এবং উক্ত মিউচ্যুয়াল ইভ্যালুয়েশন রিপোর্টে উল্লেখযোগ্য ঘাটতি পরিলক্ষিত হওয়ায় বাংলাদেশকে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিশ্বের সর্বোচ্চ সংস্থা ফাইনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্কফোর্স (FATF) কর্তৃক ICRG Process (একধরনের কালো তালিকা) এ নেয়া হয়। উক্ত ICRG Process হতে উত্তরণের লক্ষ্যে তথা FATF কর্তৃক কালো তালিকাভুক্তি এড়ানোর নিমিত্তে মিউচ্যুয়াল ইভ্যালুয়েশন রিপোর্টে উল্লিখিত ঘাটতিসমূহ দুই বছরের মধ্যে পূরণের জন্য বাংলাদেশ সরকারের অর্থমন্ত্রী FATF President বরাবরে একটি রাজনৈতিক অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। আলোচ্য রাজনৈতিক অঙ্গীকার পূরণে বর্তমান সরকার কর্তৃক বাংলাদেশে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের আইন ও পলিসি প্রণয়ন এবং তার বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসারে একটি স্বতন্ত্র বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট গঠন করা হয়।

বর্তমান সরকারের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে গৃহীত কার্যকর ব্যবস্থা এবং দৃঢ়ভাবে রাজনৈতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নের কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার সান সিটিতে অনুষ্ঠিত এগমন্ট গ্রুপ এর বার্ষিক সাধারণ সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের প্রধান আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান এর উপস্থিতিতে এগমন্ট গ্রুপভুক্ত সকল দেশের (তৎকালীন ১৩১টি দেশের) সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশের আলোচ্য সদস্যপদ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। সভায় বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। এছাড়াও FATF, APG, World Bank, IMF ইত্যাদি বিভিন্ন ফোরামে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত উদ্যোগের প্রশংসা করা হয়। সর্বোপরি বাংলাদেশ এফআইইউ এর এগমন্ট গ্রুপের সদস্যপদ অর্জন মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ সরকারের নিঃসন্দেহে বড় অর্জন।

আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণে ও টেকসই ব্যাংকিংয়ের উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম

– এস.কে.সুর চৌধুরী, ডেপুটি গভর্নর

গত অর্ধদশকে আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা (Financial Sector Stability) আনয়নে ও টেকসই ব্যাংকিংয়ের উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংক নানামুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য ব্যাসেল-২ এর আলোকে মূলধন কাঠামোর পূর্ণ বাস্তবায়ন, ঝুঁকিভিত্তিক স্ট্রেস টেস্টিং এর প্রচলন, তারল্য ব্যবস্থাপনায় কার্যকারিতা ও গতিশীলতা আনয়ন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামোকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ, ঋণ শ্রেণিকরণ ও পুনঃতফসিলিকরণের নীতিমালার আধুনিকীকরণ ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণকরণ, আইনি (ব্যাংক কোম্পানি আইন) সংস্কারের মাধ্যমে কর্পোরেট গভর্নেন্স নীতিমালা জোরদারকরণের মাধ্যমে আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতাকে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে অভাবনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এখানেই থেমে নেই বাংলাদেশ ব্যাংক। সামগ্রিক আর্থিক খাতের আর্থিক প্রক্ষেপণ কাঠামো (Financial Projection Model) প্রস্তুত, ম্যাক্রো স্ট্রেস টেস্টিং এর প্রচলন, বাংলাদেশ ব্যাংকের জন্য কন্টিনজেন্সি প্ল্যানিং কাঠামো প্রস্তুত, কোর রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এর গাইডলাইনগুলোর পরিমার্জনের প্রক্রিয়া শুরু, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিদর্শন প্রক্রিয়ার আধুনিকীকরণ, সর্বোপরি ম্যাক্রোপ্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশন্স এর ফ্রেমওয়ার্ক প্রস্তুত করার কার্যক্রম চলছে দ্রুতগতিতে। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতার মান আন্তর্জাতিকভাবে উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছে যাবে।

উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Inclusive Economic Growth)। অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে টেকসই ব্যাংকিং (Sustainable Banking) এর উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক গত পাঁচ বছরে বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। কৃষক, অতি দরিদ্র এবং দেশের প্রান্তিক ও ব্যাংকিং সুবিধা বঞ্চিত জনগণের জন্য স্বল্পতম খরচে ব্যাংক হিসাব খোলার সুবিধা সৃষ্টি; কৃষি খাত, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাত, নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং পরিবেশবান্ধব পণ্য ও শিল্প খাতে স্বল্পতর সুদে পুনঃঅর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ব্যাংকিং সুবিধার প্রচলন, স্কুল ব্যাংকিং চালুর মাধ্যমে সকল পর্যায়ের জনগণের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion)কে ত্বরান্বিত করার জন্য অব্যাহত কার্যক্রম গ্রহণ করে চলেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবেশ বান্ধব ব্যাংকিং (Green Banking) এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিবেশের সুরক্ষায় আর্থিক খাতের সরাসরি অবদান রাখার সুযোগ সৃষ্টি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এছাড়াও, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমকে তাদের মূল কৌশলগত ব্যবসায়িক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্তকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে আর্থিক খাতকে সরাসরি সংশ্লিষ্ট করেছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক তা নিয়মিতভাবে তদারকি করছে। এছাড়া বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ক্রমাগতই সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। টেকসই ব্যাংকিংয়ের এই অব্যাহত যাত্রাকে বেগবান করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক আরো কিছু ব্যবস্থা নিয়েছে। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যবসায়িক কার্যক্রমে কার্বন নির্গমন হ্রাসের জন্য নীতি প্রণয়ন, কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রম তদারকির জন্য সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন, বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে সরাসরি নিজস্ব কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ, আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কার্যক্রমের প্রসারে সমন্বিত কৌশল প্রণয়ন, প্রান্তিক জনগণের জন্য স্বল্প সুদে অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি, পরিবেশ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামোতে সামাজিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। এসব ব্যবস্থা বাংলাদেশে টেকসই ব্যাংকিং উন্নয়নকে আরও কার্যকরী ও বেগবান করবে।

ফলে একদিকে যেমন আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা জোরদার হবে, অন্যদিকে দেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে।

হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্টে তথ্য সংরক্ষণে এক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে

– নাজনীন সুলতানা, ডেপুটি গভর্নর

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নপূরণে বাংলাদেশ ব্যাংক যে গৌরব অর্জন করেছে হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট তার বিশাল দাবিদার। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বদলি, বহাল ইত্যাদি যাবতীয় তথ্যাদি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ইআরপি অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করায় হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্টে তথ্য সংরক্ষণ ও তথ্য প্রবাহসহ সার্বিক কর্মকাণ্ডে এক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। নিজস্ব তৈরিকৃত ইন্ট্রানেট পোর্টাল চালুর মাধ্যমে মাসিক বেতন, বোনাস, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, স্টাফ অর্ডার, নোটিস, গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ইত্যাদি কর্মকর্তারা তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত হতে পারছেন। ২০১০ সাল হতে ই-রিক্রুটমেন্ট চালু হয়েছে এবং এ যাবৎ মোট ৮৩৪ জন কর্মকর্তাকে এ পদ্ধতির আওতায় নিয়োগ দেয়া হয়েছে। কর্মের প্রকৃতি পরিবর্তনের পাশাপাশি কর্ম পরিচালনাকারী কর্মীবাহিনীর উন্নয়নের জন্যও বাংলাদেশ ব্যাংক বিগত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ব্যাংকিং পেশার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকিং, ফিন্যান্স, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে বিগত চার বছরে ৮৮জন কর্মকর্তাকে বিদেশে এবং ৬২ জন কর্মকর্তাকে দেশীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪৬ জন কর্মকর্তা এআইটি, থাইল্যান্ড হতে ব্যাংকিং অ্যান্ড ফিন্যান্স এ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেছেন। চলতি বছর হতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জনের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। সমসাময়িককালে সহস্রাধিক কর্মকর্তাকে বিভিন্ন মেয়াদে দেশে এবং ১৮৬৭ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের কাজের পরিধির বিস্তার লাভ করায় বিভিন্ন বিভাগের সাথে কাজের সমন্বয় ঘটাতে বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশ ব্যাংকের ১৩টি বিভাগকে পুনর্বিন্যস্ত করে আরো নতুন ১৩টি বিভাগ গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়া ময়মনসিংহে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি নতুন অফিসও চালু করা হয়েছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের শারীরিক সুস্থতা বজায় রেখে কর্মস্পৃহা ও মনোবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৩ সাল হতে পঞ্চাশোর্ধ্ব কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়নে বছরে একবার পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল চেক আপের যুগান্তকারী ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। ২০১২ সাল হতে মৃত্যু পরবর্তী অনুদান বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং উক্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীর মৃত্যুবরণের বিষয়টি অবহিত হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে ব্যাংকের সাথে কোনরূপ দেনা-পাওনা সমন্বয় ব্যতিরেকে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারকে এককালীন প্রদানের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকে শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে যা একটি মডেল হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ভবনে স্থাপিত শরীর চর্চা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা সুস্থ দেহ ও সুস্থ মনে কাজ

করার একটি অভিনব কর্ম প্রণোদনা। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের ভালো কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ যে রিওয়ার্ড ও রিকগনিশন প্রদান করা হয় তা দশজনে উন্নীত করা হয়েছে এবং গ্রুপভিত্তিক রিওয়ার্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে সকল প্রকল্পের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত প্রকল্পটি সবচেয়ে সফল হিসেবে বিবেচনা করছে বিশ্বব্যাংক

– মোঃ আহসান উল্লাহ্, নির্বাহী পরিচালক

বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রম অটোমেশনের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে ২০০৩ সালের শেষার্ধে 'সেন্ট্রাল ব্যাংক স্ট্রেংদেনিং প্রজেক্ট (সিবিএসপি)' এর কাজ শুরু হলেও গত চার বছরে এ প্রকল্পের সবচেয়ে বড় খাত অটোমেশন এর আওতায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকে দেড় শতাধিক সার্ভার, প্রায় চার হাজার পিসি/ল্যাপটপ এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রিন্টার ও স্ক্যানার রয়েছে। সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সার্ভার ও যন্ত্রসামগ্রী ব্যবহার করে সকল এন্টারপ্রাইজ অ্যাপ্লিকেশন সফট্ওয়্যার স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক ব্যাংকিং কার্যক্রম অটোমেশনের লক্ষ্যে ব্যাংকিং অ্যাপ্লিকেশন সফট্ওয়্যার বাস্তবায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ট্রেজারি বিল/বন্ডের মাধ্যমে গৃহীত ঋণ ব্যবস্থাপনা; ট্রেজারি বিল/বন্ড বিক্রয়, পুনঃক্রয়, সেকেন্ডারি ট্রেডিং; বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি সহ সরকারের বেশিরভাগ আর্থিক লেনদেন বর্তমানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন করা হচ্ছে। সম্পূর্ণ অনলাইনে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্যাবলী সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ ও তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার হিসেবে এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউজ (EDW) বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশের পেমেন্ট সিস্টেমকে আরো দক্ষ ও গতিশীল করার জন্যে সব ধরনের লেনদেন অনলাইনভিত্তিক করার লক্ষ্যে ন্যাশনাল পেমেন্ট স্যুইচ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং (ERP) এর আওতায় আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করে Systems, Applications and Products (SAP) এর মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজেট অ্যান্ড কস্ট সেন্টার অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম, ক্রয় ব্যবস্থাপনা এবং স্থায়ী সম্পদ ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কার্যক্রম স্বয়ংক্রিয় ও নির্ভুলভাবে সম্পাদন করা হচ্ছে। SAP-এর সুফল হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা নিজ নিজ ডেস্ক থেকে ইন্ট্রানেটের মাধ্যমে তাদের নিজেদের বেতন বিবরণী, হিসাব স্থিতি, মানবসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন তথ্যাদি দেখতে পারছেন। কেন্দ্রীয় ব্যাংক শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (সিবিএসপি) বাস্তবায়নের কাজ শেষ পর্যায়ে; শিগগিরই সম্পূর্ণ পেপারলেস ব্যাংকিং ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশে তাদের সকল প্রকল্পের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত এ প্রকল্পটিকে সবচেয়ে সফল হিসেবে বিবেচনা করছে।

বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ আমাদের নিকাশ ব্যবস্থার গোটা অবয়বকে পাল্টে দিয়েছে

– দাশগুপ্ত অসীম কুমার, নির্বাহী পরিচালক

সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ (BACH) প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশ ব্যাংক তথা দেশের

পেমেন্ট সিস্টেমস্ এর জন্য একটি যুগান্তকারী অর্জন। BACH আমাদের নিকাশ ব্যবস্থার গোটা অবয়বকে পাল্টে দিয়েছে। দ্রুত গতি ও নিরাপত্তার বিচারে এটি বিশ্বের আধুনিকতম নিকাশ ব্যবস্থার একটি। উপমহাদেশের যে কোন দেশের তুলনায় তো বটেই এমনকি বিশ্বের অনেক উন্নত দেশের তুলনায় আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত এ নিকাশ ব্যবস্থা অগ্রগণ্য। ৭ অক্টোবর ২০১০ তারিখে ঢাকার মতিঝিল ক্লিয়ারিং হাউজে কার্যক্রম শুরুর মাধ্যমে BACH এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজের মাধ্যমে দুই ধরনের ক্লিয়ারিং কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, যার প্রথমটি চেকভিত্তিক লেনদেন নিষ্পত্তিকরণের জন্য: বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেমস্ (BACPS) এবং অপরটি চেকবিহীন লেনদেনের জন্য: বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ফান্ডস্ ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN)।

বাংলাদেশ ইলেক্ট্রনিক ফান্ডস ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১১ হতে কেবলমাত্র ক্রেডিট লেনদেনের মাধ্যমে তার কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১১ হতে BEFTN এর আওতায় ডেবিট লেনদেন পরিচালনার অনুমোদন দেয়া হয়। চেক এবং EFT ব্যবস্থার প্রধান পার্থক্য হচ্ছে, চেকে লেনদেনের জন্য একটি ইন্সট্রুমেন্টের প্রয়োজন যা EFT লেনদেনের জন্য প্রয়োজন নেই। অংশগ্রহণকারী ব্যাংকগুলো তাদের গ্রাহকদের নিকট হতে প্রাপ্ত নির্দেশনার আলোকে EFT লেনদেন সম্পাদন করে থাকে। যে সমস্ত ব্যাংকের Core Banking System (CBS) রয়েছে এবং যারা গ্রাহকদের Internet/Online ব্যাংকিং সেবা প্রদান করতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহকেরা ঘরে/অফিসে বসে BEFTN এর মাধ্যমে অপর ব্যাংকের গ্রাহকের হিসাবে অর্থ স্থানান্তর করতে পারবেন। EFT পদ্ধতিতে লেনদেন সম্পাদন করা সুবিধাজনক এবং চেকের তুলনায় ব্যয় সাশ্রয়ী, নিরাপদ ও দ্রুত। সুবিধাজনক পদ্ধতি হওয়া সত্ত্বেও দৈনন্দিন লেনদেনে EFT পদ্ধতির ব্যবহার ছিল সীমিত। EFT লেনদেন ব্যবস্থা জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংগঠন এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে একাধিক আলোচনা সভা ও Awareness Session এর আয়োজন করে। এরই ফলস্বরূপ চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ তাদের সকল সদস্য (Broakarage House)-এর সাথে দৈনন্দিন লেনদেনের ক্ষেত্রে EFT পদ্ধতি গ্রহণ কারে। বাংলাদেশ সরকারও তাদের লেনদেনসমূহ EFT-র মাধ্যমে সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর ফলে EFT লেনদেনের পরিমাণ ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ৩৩৯ বিলিয়ন কোটি টাকা BEFTN এর মাধ্যমে লেনদেন হয়েছে।

ক্ষুদ্র খাতে ঋণ বিতরণ বৃদ্ধির হার অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক

– সুকোমল সিংহ চৌধুরী
মহাব্যবস্থাপক, এসএমই এন্ড এসপিডি

বাংলাদেশে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ভূমিকা শক্তিশালীকরণ, সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যসমূহ বিশেষ করে দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল করা এবং নারী পুরুষের সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন, বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে এসএমই খাতের উন্নয়নে সরাসরি ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে গভর্নর হিসেবে ড. আতিউর রহমানের যোগদানের পর বাংলাদেশ ব্যাংকে এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ গঠন করা হয়। উক্ত বিভাগ গঠনের পর এসএমই ঋণ নীতিমালা কর্মসূচি প্রণয়ন করে বাংলাদেশে কর্মরত প্রতিটি ব্যাংক ও নন

ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এসএমই কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে লক্ষ্যমাত্রা ভিত্তিক ঋণদান কার্যক্রমে যুক্ত করে সুদূরপ্রসারী কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ সুবিধা দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের সমুদয় অর্থের ন্যূনতম ১৫% মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে যা হ্রাসকৃত সুদ হার ১০% এন্টারপ্রাইজ পর্যায়ে বিতরণের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

২০১০ সালের জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত ১৭,২২,৬০৫টি এন্টারপ্রাইজের বিপরীতে ২,৩৯,৪৮৯.৩৩ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। প্রতি বছর লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ঋণ বিতরণের পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রাকে অতিক্রম করেছে। ক্ষুদ্র খাতে ঋণ বিতরণ বৃদ্ধির হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। এ খাতে ঋণ বিতরণের হার ৫৪% যা অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এসএমই ঋণ বিতরণে ৩২% ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে বিনিয়োগ করা হয়েছে যা কর্মসংস্থানের পক্ষে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। নারী উদ্যোক্তাদের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১০ থেকে এ পর্যন্ত ৮৩,৭৩৮ নারী উদ্যোক্তাকে ৮,৪২৫.৫২ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে ব্যাংকসমূহের অর্থায়নের পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি এসএমই অর্থায়নে ব্যাংকগুলোকে উদ্বুদ্ধ করছে। এসএমই উন্নয়নকে নিশ্চিত করার জন্য ভেনচার ক্যাপিটাল, ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম, স্টার্ট আপ ফাইন্যান্সিং প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বাস্তবায়নের জন্য ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। অতি সম্প্রতি ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে কৃষি ও এসএমই খাতে পুনঃঅর্থায়নের লক্ষ্যে ১০০ কোটি টাকার ইসলামিক ব্যাংক রিফাইন্যান্স স্কীম চালু করা হয়েছে। এসএমই সংশ্লিষ্ট সকল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ ও সহযোগিতার মাধ্যমে এসএমই উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য এসএমই বিভাগ নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করে চলেছে। সার্বিক কর্মকাণ্ড সার্থকতার সাথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে গভর্নরের নেতৃত্বে এক বিশাল কর্মী বাহিনী অবিরাম কাজ করে চলেছে। অবশ্যই অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে এসএমই উন্নয়ন নিশ্চিত হবে।

যাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ ব্যাংক, ময়মনসিংহ অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁদের নাম 'বাংলাদেশ ব্যাংকের ইতিহাসে' স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে

– মোঃ আব্দুল হামিদ, মহাব্যবস্থাপক, ময়মনসিংহ অফিস

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নেতৃত্বে আর্থিক খাতের পাশাপাশি শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিতকরণ ও জনজীবনের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের সিদ্ধান্তক্রমে ময়মনসিংহ জেলায় বাংলাদেশ ব্যাংকের দশম শাখা স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গভর্নর ড. আতিউর রহমান এর ঐকান্তিক ইচ্ছায় ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম ও নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান এর সর্বাঙ্গীন সহযোগিতায় মহাব্যবস্থাপক হিসেবে আমার সার্বিক তত্ত্বাবধানে ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে ৩০জন কর্মকর্তা ও ১৪জন কর্মচারী নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ময়মনসিংহ অফিসের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৬ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে দূর্গাবাড়ী রোডস্থ হৃদয় টাওয়ারে এক আনন্দঘন পরিবেশে ময়মনসিংহ জেলার সকল রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, জেলার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে গভর্নর ড. আতিউর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক ময়মনসিংহ অফিস উদ্বোধন করেন। ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ, কৃষিঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগ, মহাব্যবস্থাপকের শাখা, সংস্থাপন শাখা, মনিহারি শাখা, প্রদান/আগাম/বেতন শাখা, ডিএবি শাখা এর মাধ্যমে এ অফিসের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে ৬৮জন স্থায়ী ও ২৯জন অস্থায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারী (অরনেটসহ) এ অফিসে কর্মরত রয়েছেন। তাঁদের চিকিৎসা সেবায় অস্থায়ীভাবে একজন খণ্ডকালীন ডাক্তার কর্মরত আছেন। এছাড়া শহরের কয়েকজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসককেও ময়মনসিংহ অফিসের তালিকাভুক্ত চিকিৎসক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ময়মনসিংহ অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জ্ঞান বিকাশ ও বিনোদনের জন্য একটি গ্রন্থাগার ও ক্লাব চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য অফিসের ন্যায় এখানেও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে একটি সুসংগঠিত 'বাংলাদেশ ব্যাংক অফিসার্স ওয়েলফেয়ার কাউন্সিল'। ক্রমবর্ধমান কার্য পরিধির পাশাপাশি লোকবল বৃদ্ধি পেলেও কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অফিসে বসার এবং ডরমেটরীতে থাকার স্থান সংকুলান না হওয়ায় ময়মনসিংহ অফিসের জন্য আরো প্রায় ১৫০০০ বর্গফুট জায়গা ভাড়া নেওয়ার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। ময়মনসিংহ অফিসের স্থায়ী ভবন নির্মাণের জন্য মুক্তাগাছা-জামালপুর বাইপাস সড়কের দক্ষিণ পার্শ্ব সংলগ্ন বাড়েরা মৌজায় ৬.৬০ একর জমি সরকারিভাবে ক্রয়ের বিষয়টিও প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। যাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ ব্যাংক, ময়মনসিংহ অফিস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁদের নাম 'বাংলাদেশ ব্যাংকের ইতিহাসে' স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

বাংলাদেশ ব্যাংকে কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার হিসেবে এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউজ (EDW) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে

– মোঃ রাহাতউদ্দিন, সিস্টেমস এ্যানালিস্ট
আই টি অপারেশন এন্ড কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট

বাংলাদেশ ব্যাংক অটোমেশনে গত চার বছরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। SAP এর আওতায় এখন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত হচ্ছে। BACH এর মাধ্যমে সকল ধরনের চেক দ্রুততার সাথে ক্লিয়ারিং এবং BEFTN এর মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন এবং ইউটিলিটি বিল প্রদান করা হচ্ছে। সম্পূর্ণ অনলাইনে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্যাবলী সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ ও তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে কেন্দ্রীয় তথ্যভাণ্ডার হিসেবে এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউজ (EDW) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। CIB Online Service এবং ব্যাংকের ওয়েবসাইট ব্যবহারকারীদের সকল প্রকার চাহিদা পূরণ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকে ইন্ট্রানেট পোর্টালের মাধ্যমে সহজে তথ্য প্রাপ্তি, তথ্যের পুনঃব্যবহার ও শেয়ারিং করা যাচ্ছে। ই-রিক্রুটমেন্ট, ই-লাইব্রেরি, ভিজিটর অ্যাকসেস পাস, ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট, মিটিং রুম বুকিং, ই-নিউজ ক্লিপিং, ছুটি ব্যবস্থাপনাসহ নানাবিধ অ্যাপ্লিকেশন সংযুক্ত রয়েছে ইন্ট্রানেট পোর্টালে। সিটিআর ও এসটিআর বিষয়ক অনলাইন রিপোর্টিংয়ের জন্যে জাতিসংঘের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড নেশনস অফিস অন ড্রাগস অ্যান্ড ক্রাইম (UNODC) থেকে 'goAML' সফট্ওয়্যার ইতোমধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং বাস্তবায়নের কাছ চলছে। ব্যাংকে ক্রয়সংক্রান্ত কাজ সম্পাদনের জন্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ওয়েবভিত্তিক ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। দেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকে গতিশীল করার লক্ষ্যে ইএক্সপি অনলাইন মনিটরিং সিস্টেম সফট্ওয়্যার উদ্বোধন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে অবস্থিত সকল বিভাগ এবং ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত দশটি

শাখা অফিসকে একটি অভিন্ন নেটওয়ার্কে সংযুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকে ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত প্রায় ৮০টি সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- রপ্তানি ও আমদানি মনিটরিং, টিএম ফরম ও ইনওয়ার্ড রেমিট্যান্স মনিটরিং, বৈদেশিক মুদ্রা বাজার মনিটরিং সিস্টেম, কৃষি ঋণ মনিটরিং সিস্টেম, প্রাইজবন্ড ও সঞ্চয়পত্র সিস্টেম, মেডিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেম, ট্রেনিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, অনলাইনে ট্রেজারি বিল ও বন্ড এর সেকেন্ডারি ট্রেডিং, বিওপি, এজেন্ট ইনফরমেশন মনিটরিং ইত্যাদি। তথ্য প্রযুক্তিগত প্যাকেজগুলোর বাস্তবায়ন পরবর্তী কার্যক্রমকে সমর্থন যোগাতে সব ধরনের লজিস্টিক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আইটি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া মেইল সার্ভার, কেন্দ্রীয় এন্টি ভাইরাস সলিউশন, সিএ বাস্তবায়নসহ নানাবিধ কার্যক্রম গত চার বছরে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রকাশনায় নতুন মাত্রা

– মিতা দেবনাথ
উপ পরিচালক, ডিসিপি

তথ্যসমৃদ্ধ ও মানসম্পন্ন প্রকাশনা একটি প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র হিসেবে কাজ করে, যার মাধ্যমে জনগণ নানা বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে। এজন্যে গত চার বছরে বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশনায় মুদ্রণের মান, উৎকর্ষতা ও ব্যাপ্তি বাড়ানো হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রকাশনার মান আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন অনেক উন্নত। বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি, কৃষিঋণ নীতি, গ্রিন ব্যাংকিং ও পরিবেশ বান্ধব কার্যক্রম, সিএসআর, পেমেন্ট সিস্টেমস্ ও ব্যাংকিং খাতের আধুনিকায়ন, মোবাইল ব্যাংকিং এবং আর্থিক সেবাভুক্তিকরণ কার্যক্রমসহ বিভিন্ন নীতি-ব্যবস্থা সহজ ও সাবলীল প্রকাশনার মাধ্যমে জনগণের কাছে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক জনস্বার্থ বিষয়ক বেশ কিছু প্রচারপত্র, পোস্টার, ব্রুশিওর প্রকাশ করেছে। ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট ও প্রিমিয়াম বন্ড এবং ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ডের বৈশিষ্ট্য ও সুবিধাবলী সম্বলিত প্রচারপত্র বিদেশ থেকে দেশে বিনিয়োগে জনগণকে আগ্রহী করে তুলেছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে 'বাঙালির চিরসঙ্গী রবীন্দ্রনাথ', বাংলাদেশ ব্যাংক পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদের বিশেষ নিবন্ধ, ময়মনসিংহে বাংলাদেশ ব্যাংকের অফিস উদ্বোধন উপলক্ষে স্মারক গ্রন্থ 'হাওড় জঙ্গল মোষের শিং', টাকা জাদুঘরের ওপর স্মারক গ্রন্থ 'স্মারক মুদ্রা ও ব্যাংকনোট' প্রভৃতি তথ্যসমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যময় প্রকাশনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশ ব্যাংকের ঘরোয়া পত্রিকা 'বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা' প্রতি মাসে নতুন গেট-আপ, মেক-আপ ও তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে এখন বর্ধিত কলেবরে প্রকাশিত হচ্ছে যা পাঠকের মনে বাড়তি আগ্রহ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। ব্যাংকিং, অর্থনীতি, প্রকৃতি ও পরিবেশের ওপর বিভিন্ন মাধ্যম ও বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকে দেশের তিন প্রজন্মের প্রথিতযশা শিল্পীদের শিল্পকর্মের একটি সমৃদ্ধ সম্ভার গড়ে তোলা হয়েছে। এসব শিল্পকর্মের মধ্যে রয়েছে ম্যুরাল, স্থাপত্য ও চিত্রকর্ম। বাংলাদেশ ব্যাংকে সংরক্ষিত শিল্পকলা বিষয়ক এ বিশাল সম্পদ ও সংগ্রহের বিস্তারিত সচিত্র বিবরণ সম্বলিত আন্তর্জাতিকমানের একটি অ্যালবাম প্রকাশ করা হয়েছে। 'বাংলাদেশ ব্যাংকের শিল্পকলা সংগ্রহ' শিরোনামের এই অ্যালবামটির সম্পাদনা করেছেন শিল্পী হাশেম খান ও অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রকাশনার মান আরও যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স-এ গ্রাফিক্স ডিজাইন সেকশন স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে বদলে যাওয়া বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রতিনিয়ত প্রকাশনায় নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে।

ডে-কেয়ার সেন্টার নিয়ে অভিভাবকদের মতামত

– নূরজাহান আখতার
সহকারী পরিচালক, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো

আমার একমাত্র ছেলে রাফসান মেহমুদ, যার বয়স এখন চৌদ্দ মাস। মাতৃত্বকালীন ছুটি শেষে কর্মস্থলে যোগদান করার পর অফিস সময়ে তার লালন পালন ও সঠিক পরিচর্যা নিয়ে আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকে নির্মিত আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন দেশের অন্যতম শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রটি আমাকে দুশ্চিন্তামুক্ত করে নিশ্চিন্তে দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনের সুযোগ তৈরি করে দিয়েছে। শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রটি নিরাপদ ও শিশু বান্ধব পরিবেশে বাচ্চাদের সঠিক পরিচর্যা ও আদর্শ শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি পর্যাপ্ত বিনোদন ও খেলাধূলার মাধ্যমে তাদের মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এখানকার বিভিন্ন রকম আধুনিক খেলাধুলার সরঞ্জাম, বড় স্ক্রিনের টেলিভিশন, সুসজ্জিত খাবার ঘর, রংবেরংয়ের ছবি আঁকা দেয়াল সবকিছুই বাচ্চাদের আকৃষ্ট করে। আমার ছেলেও এখানে তার অবস্থানের সময়টুকু আনন্দের সাথে উপভোগ করছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের আধুনিক শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রটি যে কোন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। বর্তমানে এই শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রটির পরিসর বৃদ্ধি ও আধুনিক মানসম্পন্ন করার ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাদের সন্তানদের এই শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রে রাখতে উৎসাহিত হচ্ছেন।

সদ্য স্থায়ী হওয়া কর্মচারীদের অনুভূতি

– এস. এম. সাইফুল ইসলাম
ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর, সচিব বিভাগ

'হয়ে যাওয়া' আর 'হতে যাচ্ছে'- এ দুটি ক্রিয়াপদের মাঝের দুস্তর ব্যবধানটিকে ঘুচাতে আমাদের যে অক্লান্ত পরিশ্রম তার সার্থক রূপায়ণ ২০১৩ সালের ১ অক্টোবর দিনটি, যা আমার জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ স্মরণীয় দিন। অনিশ্চয়তা থেকে প্রাপ্তির অনুভূতি– এ এক অন্যরকম অনুভূতি যা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। আমি নিশ্চিত, শুধু আমার নয়, আমার মতো আমার ব্যাচের প্রতিটি ছেলেমেয়ের জন্যও এটি অন্যতম স্মরণীয় দিন। এ দিনটি আমরা কেউই কোনদিন ভুলতে পারব না।

আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় গভর্নরকে। যাঁর সহানুভূতিশীল সিদ্ধান্ত ব্যতীত আমাদের স্থায়ীকরণ সম্ভব হতো না। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের। যাঁদের সদিচ্ছা ও সহযোগিতা আমাদের দিয়েছে একটি নিশ্চিত ভবিষ্যৎ, যাঁদের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনকে করবে কুসুমাস্তীর্ণ।

সামগ্রিক ব্যাংকিং সেবা খাতে আমূল পরিবর্তন এসেছে--

– মিরানা জাফরিন চৌধুরী
নারী উদ্যোক্তা

মাত্র ২০ জন শ্রমিক নিয়ে ২০১১ সালে খিলগাঁও এর ভাড়া বাড়িতে 'চন্দ্রবিন্দু' নামের বুটিক শপ শুরু করেছিলাম। অল্প পুঁজি নিয়ে ব্যবসা শুরু করে আজ আমি ব্যাংকের সহায়তায় তিনটি কারখানার মালিক হয়ে প্রায় ৫০জন শ্রমিকের কর্মসংস্থান করছি যা আমার জীবনের বিশেষ সার্থকতা। চন্দ্রবিন্দু'র ঢাকায় দুটি এবং ঢাকার বাইরে নরসিংদী জেলায় দুটি শোরুম রয়েছে। ২০১১ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত হোটেল পূর্বানীতে একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশ নিয়ে ব্যাংকের এসএমই বিষয়ক সেবা সম্পর্কে জানতে পারি। তারপর থেকে এ পর্যন্ত তিনটি ব্যাংক থেকে এসএমই ঋণ নিয়ে আমার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিসর বৃদ্ধি করেছি। নরসিংদী জেলায় শিবপুরে দুটি মেশিন দিয়ে গ্রামের মহিলাদের সেলাই এর প্রশিক্ষণ দেয়ার কাজও শুরু করেছি। গত তিন বছরে ব্যাংকিং সেক্টরে এসএমই খাতে ঋণ প্রবাহ থেকে শুরু করে সামগ্রিক ব্যাংকিং সেবা খাতে আমূল পরিবর্তন এসেছে। এসএমই খাতে নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নেয়া কার্যক্রম ও বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই বিভাগ ও অর্থায়নকারী ব্যাংকের সহযোগিতার জন্যই আমি আমার উদ্যোগ ক্রমান্বয়ে সফলতার দিকে এগিয়ে নিতে পারছি। বাংলাদেশ ব্যাংকে ২০১০ সালে এসএমই এবং স্পেশাল প্রোগ্রাম্স বিভাগ নামে একটি নতুন বিভাগ গঠিত হওয়ার পর থেকে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে সারাদেশে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। সকল উদ্যোক্তার পক্ষে গভর্নর ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

কৃষি ঋণ ও কৃষক

– নুরুন্নাহার বেগম, কৃষক, গ্রাম: বক্তারপুর
পো: জয়নগর, থানা: ঈশ্বরদী, জেলা: পাবনা

বর্তমানে আমি একজন সফল কৃষক বলতে পারেন। অনেক কষ্টে দিন কাটত। ২০০২ সালের দিকে একদিন পাশের বাড়ির টিভিতে শাইখ সিরাজ এর উপস্থাপনায় মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানটি দেখলাম। বগুড়া জেলার সালেহা নামে একটি মেয়ের হাঁস-মুরগি পালন ও সবজি চাষে কীভাবে সফলতা এসেছে তা দেখলাম।

সালেহার সাক্ষাৎকার দেখে পাশের ব্র্যাকের একটি সংস্থা থেকে ঐ বছরই দুই হাজার টাকা ঋণ নিয়ে চাচাশ্বশুরের বাড়ির পাশের জমিতে সবজি চাষ ও বাড়িতে হাঁস-মুরগি পালন শুরু করলাম। তাতে ভালোই সফলতা এলো।

ব্র্যাকের টাকা ফেরত দিয়ে পরে ব্যাংক এশিয়া থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা লোন করলাম। দিন দিন আমার উন্নতি দেখে ব্যাংক এশিয়া ২০০৮ সালে দশ কাঠা জমির (চাচাশ্বশুরের কাছ থেকে নেয়া) ওপরে পাঁচ লক্ষ টাকা ঋণ দেয়। সেই ঋণের টাকার সুবাদে হাঁস-মুরগি ও সবজি চাষে আমার সফলতার কারণে আমিও শাইখ সিরাজের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হই। তিনি একদিন আমার সবজি খামারে গিয়ে সবকিছু ঘুরে ঘুরে দেখেন। পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান গভর্নর ড. আতিউর রহমান এর কাছে আমার সফলতার কথা জানালে ২০১০ সালে গভর্নর স্যার আমার খামার দেখেন। ঐ বছরই গভর্নর স্যারের সহায়তায় অগ্রণী ব্যাংক আমাকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ঋণ দেয়।

এরপর থেকে আমার এগিয়ে চলা শুরু। আমার উত্থান আর কেউ ঠেকাতে পারেনি। এরপর থেকে গরীব কৃষকদের নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়। আমি আমার সফলতার কথা তাদের বলি। যাতে গরীব কৃষক বিশেষ করে গরীব নারীরা একাজে উদ্বুদ্ধ হন। ২০১৩ সালে অগ্রণী ব্যাংক আমার মাধ্যমে ৪০০ নারীকে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট তৈরি করার জন্য ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা ঋণ বিতরণ করেছে। এছাড়া অগ্রণী ব্যাংক আমার মাধ্যমে সিরাজগঞ্জ ও নরসিংদীতে ভুট্টা চাষ করার জন্য ১৭০০ জন নারীর মধ্যে ত্রিশ হাজার টাকা করে ঋণ বিতরণ করেছে।

বর্তমানে আমি সিরাজগঞ্জ শহরে অটিস্টিক শিশুদের জন্য একটি হাসপাতাল তৈরি করেছি। সেখানে বিনামূল্যে ৫০০ শিশুর চিকিৎসা করা হবে। গরুর খামার, হাঁস-মুরগির খামার, মাছের ঘের, সবজির খামার, গরুর খাবারের জন্য ঘাসের চাষ, মাছ-মুরগির খাদ্য উৎপাদনের জন্য আলাদা খামার, বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট তৈরি করেছি। আমার খামারে উৎপাদিত গ্যাসে আমার বাড়ির রান্নার কাজ সম্পন্ন হয়। আর এজন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ইইএফ ফান্ড থেকে ২০১৩ সালে আমাকে এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকার ঋণ দেয়া হয়েছে।

স্কুল ব্যাংকিং-নতুন স্বপ্নের সূচনা

– তাসলিমা রুবাইয়াত আকন্দ
শিক্ষিকা, বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকা

আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। আজকের ছেলেমেয়েরা শুধু বিজ্ঞান বা প্রযুক্তি নয়, ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথেও যাতে পরিচিত হতে পারে সে সুযোগ বাংলাদেশ ব্যাংক এনে দিয়েছে তাদের স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমের মাধ্যমে। আমার সন্তান ফারাহ তাবাস্সুম অরা বিএএফ শাহীন কলেজ, ঢাকায় দশম শ্রেণিতে পড়ছে। কিছুদিন আগে স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্সে যখন অংশ নিয়েছিলাম তখন আমার মেয়ের বয়সী কিছু ছেলেমেয়ের বক্তব্য শুনে মনে হলো আমি নতুন করে এই প্রজন্মকে যেন আরও একবার আবিষ্কার করছি। তাদের গুছানো হিসেবী মনোভাব, ভবিষ্যৎ চিন্তা, দেশের অর্থনীতি নিয়ে সচেতনতা সবকিছু আমাকে বিস্মিত করেছে এবং এটা যে বাংলাদেশ ব্যাংক এর স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমের অবদান তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম যে আমার মতো চাকরিজীবীদের কতটা সুবিধা করে দিয়েছে তা অতীত ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। এতকাল বাচ্চার বেতন দিতে মাসে একটি দিন বের করতে হতো এবং দাঁড়াতে হতো দীর্ঘ লাইনে। যদি কোন মাসে সময় বের করা না যেত অথবা ভুলে যেতাম তবে পরবর্তী মাসে জরিমানা হতো। আর এখন আমার মনে না রাখলেও চলে। আমার বাচ্চা নিজ দায়িত্বে পরিশোধ করছে তার স্কুলের টিউশন ফি। প্রয়োজনে সে নিজের মতো করে কেনাকাটাও করতে পারছে। তবে আমার সুবিধা হলো বাচ্চা যা-ই করুক আমি তৎক্ষণাৎ তা জানতে পারছি এসএমএস অ্যালার্ট পদ্ধতির কারণে, যার জন্য আমার অগোচরে কিছু করার সুযোগ কিন্তু থাকছে না।

আমি আশা করি স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম ধীরে ধীরে সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়বে। সুবিধা সম্পন্নদের পাশাপাশি সুবিধাবঞ্চিত স্কুলের বাচ্চারাও ভোগ করবে এই কার্যক্রম। গ্রাম অথবা মফস্বলের কোন এক বাচ্চা ব্যাংক কার্ড ব্যবহার করে নিজের কাজ নিজেই করছে এই স্বপ্নটা মনে হয় খুব বেশি বড় নয়। আর এই স্বপ্ন পূরণে বাংলাদেশ ব্যাংক বাড়িয়ে দিবে সহযোগিতার হাত এটাই আমাদের বিশ্বাস।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

২০১৩ সালে এইচএসসিতে জিপিএ-৫

নন্দিতা মিত্র
সরকারি সিটি কলেজ, চট্টগ্রাম (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: উমা দত্ত
পিতা: তপন মিত্র
(জেডি, ডিবিআই-২, চট্টগ্রাম অফিস)

নওরীন জাহান
সরকারি হাজী মুহাম্মদ মহসীন কলেজ, চট্টগ্রাম (ব্যবসায় শিক্ষা)

মাতা: দিলোয়ারা বেগম
পিতা: মোঃ শরীফ
(সিনিঃ কেয়ারটেকার, চট্টগ্রাম অফিস)

কিরণময় পাল সৌরভ
ঢাকা কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: রমা পাল
পিতা: পাল বিধান চন্দ্র
(ডিএম, মতিঝিল অফিস)

তানিয়া আক্তার (রুমা)
বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ (ব্যবসায় শিক্ষা)

মাতা: নাসরিন বেগম
পিতা: মোঃ রত্তন মিয়া
(কেয়ারটেকার ১ম মান (ক্যাশ), বরিশাল অফিস)

রাবেয়া রাব্বানী (ইভা)
বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ (ব্যবসায় শিক্ষা)

মাতা: মুক্তা পারভিন বীথি
পিতা: মোঃ গোলাম রাব্বানী
(এডি (প্রকৌঃ পুরঃ), বরিশাল অফিস)

মেহ্‌জাবিন মুশফিরাহ্‌ ইমা
ঢাকা কমার্স কলেজ, মিরপুর (ব্যবসায় শিক্ষা)

মাতা: রেজিয়া সুলতানা
পিতা: মোঃ আলতাফ হোসেন-১
(এডি, বিবিটিএ)

শেখ রিফাত রেজওয়ান তন্বী
খুলনা সরকারি মহিলা কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: বেগম হালিমা
(জেডি, খুলনা অফিস)
পিতা: শেখ রেজানুল হক

মোঃ মাহমুদুল হাসান (বাপ্পী)
সরকারি এম এম সিটি কলেজ, খুলনা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মাহমুদা বানু
পিতা: মোঃ খায়রুল আলম
(ডিএম (ক্যাশ), খুলনা অফিস)

সুস্মিতা হালদার (তমা)
বগুড়া সরকারি আযিযুল হক কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মিনতি হালদার
পিতা: স্বপন কুমার হালদার
(এএম (ক্যাশ), বগুড়া অফিস)

মোঃ মোবাশ্বির রশিদ (সাকিব)
নটরডেম কলেজ, ঢাকা (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: জাহেদা বেগম
পিতা : মোঃ আবদুর রশিদ
(ডিএম (ক্যাশ), চট্টগ্রাম অফিস)

মোঃ হাসিব সুবাইদ (সৌমিক)
বগুড়া সরকারি আযিযুল হক কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: রোকশানা বেগম
পিতা: মোঃ আব্দুল মতিন
(ডিএম (ক্যাশ), বগুড়া অফিস)

হাবিবা ফেরদৌসী (মনি)
বগুড়া সরকারি আযিযুল হক কলেজ (বাণিজ্য বিভাগ)

মাতা: মোছাঃ মর্জিনা খাতুন
পিতা: মোঃ আব্দুল কুদ্দুস
(ডিএম (ক্যাশ), বগুড়া অফিস)

এ.এফ.এম.সাইফ
ঢাকা কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: মালেকা পারভিন
পিতা: আবু বকর সিদ্দিক
(ডিএম, সদরঘাট অফিস)

সানজিদা শারমিন
দনিয়া কলেজ, ঢাকা (বাণিজ্য বিভাগ)

মাতা: শারমিন শিলা
পিতা: মোঃ সফিউল আজম বেল্লাল
(ডিএম, সদরঘাট অফিস)

২০১৩ সালে এসএসসিতে জিপিএ-৫

ফারজানা হক
প্রিমিয়ার আইডিয়াল হাই স্কুল, ময়মনসিংহ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা: আসমা হক
পিতা: মোঃ আমিনুল হক
(এএম (ক্যাশ), সদরঘাট অফিস)

মোঃ মহিব উল্লাহ
বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম (ব্যবসায় শিক্ষা)

মাতা: মোছাম্মৎ রাহেলা বেগম
পিতা: মোঃ গোলাম মোস্তাফা
(সিনিঃ কেয়ারটেকার (ক্যাশ), চট্টগ্রাম অফিস)

সোনিয়া আক্তার
বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় (ব্যবসায় শিক্ষা)

মাতা: নাসরিন বেগম
পিতা: মোঃ রত্তন মিয়া
(কেয়ারটেকার ১ম মান (ক্যাশ), বরিশাল অফিস)

মোছাঃ রিনা খাতুন
শহীদ দানেশ উদ্দিন স্কুল এন্ড কলেজ, বগুড়া

মাতা: মোছাঃ তারা বেগম
পিতা: মোঃ আজিজার রহমান
(কেয়ারটেকার ১ম মান, বগুড়া অফিস)

একটি অচল নোট

অচিন্ত্য দাস

সকাল থেকেই কাজে মন বসাতে পারছেন না ফারুক সাহেব। কাল তার স্ত্রীর জন্মদিন। ভালো একটা উপহার দেওয়া দরকার। কিন্তু উপহারটা কী হতে পারে তিনি ঠিক করতে পারছেন না। ফারুক সাহেব তার জীবনের খুব কম সিদ্ধান্তই নিজে নিজে নিতে পেরেছেন। ছোট বড় সকল বিষয়েই তিনি বরাবরই পরমুখাপেক্ষী। সাধারণত প্রতিবারই কেউ না কেউ তার সমস্যায় নিজ থেকেই এগিয়ে আসে। কারণ তিনি সমস্যাটা কীভাবে তুলে ধরবেন সেটা মনে মনে গুছিয়ে নিতে নিতেই সমস্যাটি প্রচারিত হয়ে যায়। ছোটবেলায় একবার তার মামার সাইকেল চালাতে গিয়ে ব্রেকশো ভেঙে গিয়েছিল। ছোট ফারুক সাহেব মহা চিন্তায় পড়লেন। অনেক অনুরোধের পর মামা রাজি হয়েছিলেন। এখন কীভাবে বলা যায় যে ব্রেকশো ভেঙে গেছে। নতুন ব্রেকশো লাগালেও তো বোঝা যাবে যে আগেরটা ভেঙে গেছে। মামার সঙ্গে দেখা হলে প্রথমেই বলা যাবেনা কথাটা। প্রথমে দু'একটা প্রাসঙ্গিক কথা বলে প্রসঙ্গটাকে ব্রেকশো'র দিকে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু বাস্তবে তা হলো না। মামার সঙ্গে দেখা হওয়ার সাথে সাথে মামার চোখ প্রথমেই গেল ব্রেকশোটার দিকে। তিনি হেসে বললেন ব্রেকশো ভেঙেছিস তো কী হয়েছে, পাড়ার মোড়ে রিক্সা সাইকেল মেরামতের দোকানে নিয়ে গেলেই হলো। আরেকবার হলো কি, ফারুক সাহেব চাকরির প্রথম দিনেই বৃষ্টিতে ভিজে জ্বর বাঁধিয়ে বসলেন। পরের দিন যে ছুটিতে থাকতেই হবে এটা নিশ্চিত। কিন্তু প্রথম দিনেই কীভাবে ছুটির কথা বলা যায়। ফারুক সাহেব এর একটা বিহিত ভাবতে লাগলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবতে হলো না। বড় সাহেব তাকে ডেকে পাঠালেন। ভেতরে যেতেই বললেন, একি আপনার চোখ তো ভীষণ লাল হয়ে আছে। বৃষ্টিতে পড়েছিলেন মনে হয়। এ শরীর নিয়ে অফিস করবেন কীভাবে, কাল ছুটিতে থাকেন। ফারুক সাহেবের আজকের সমস্যাটি এমন যে এটি মুখ ফুটে না বললে আরেকজনের বোঝার কথা নয়। তিনি মনে মনে সমস্যাটা নিয়ে আলোচনা করছেন। তার চিন্তিত মুখ দেখে এক সহকর্মী স্বপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে এলেন। ফারুক সাহেব হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। যাক, এবার যা হোক একটা ভালো সিদ্ধান্তে আসা যাবে। তার সহকর্মী তাকে পরামর্শ দিলেন উপহারটি এমন হওয়া চাই যা শুধুমাত্র শখের হবে না, কাজেও লাগবে। ফারুক সাহেব বার বার বললেন তেমন একটি উপহার সামগ্রীর নাম বলে দিতে। সহকর্মীটি বললেন যে সেটা তার স্ত্রীর প্রয়োজন এবং রুচি বিবেচনা করে তাকেই নির্বাচন করতে হবে। ফারুক সাহেব অনেক ভেবে চিন্তে তার স্ত্রীর জন্মদিনের উপহার হিসেবে একটা স্ট্যাপলার কিনে নিয়ে গেলেন। সেই স্ট্যাপলার যখন র‍্যাপিং এ মুড়িয়ে স্ত্রীকে দিলেন, ফারুক সাহেবের মনে হলো বিয়ের পর স্ত্রীর প্রথম জন্মদিনে একটি অসাধারণ উপহার দিচ্ছেন।

ফারুক সাহেবের স্ত্রী জানতেনই না যে তার একটি জন্মদিন আছে, এটি একটি বিশেষ দিন এবং এই দিনে স্বামীর তরফ থেকে একটি উপহার আসতে পারে। সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হলো তার জন্মদিন তার স্বামী জানলেন কী করে! তিনি নিজেই তো তারিখটি জানেন না। তাই এই অপ্রত্যাশিত উপহারে তিনি বিহ্বল হয়ে থাকলেন। তিনি তার এই বয়সে প্রথমবারের মতো একটি উপহার পেলেন। উপহারটি পেয়ে এতই আড়ষ্ট হয়ে গেলেন যে স্বামীর অনেক অনুরোধের পরও তার সামনে এটি খুলতে পারলেন না। স্বামী অফিসের উদ্দেশে রওয়ানা হওয়ার পর রাবেয়া বেগম উপহারটি খুললেন। স্বামীর উপহার নির্বাচনের অপটুতায় তিনি হেসে ফেললেন। হাসতে হাসতে তার চোখ ভিজে এলো।

ফারুক সাহেবের জন্মের পরপরই তার মা মারা যান। একমাত্র সন্তানকে শিক্ষিত করার ইচ্ছা ছিল তার বাবার। ফারুক সাহেব ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করে মফস্বল থেকে পড়াশুনা করতে ঢাকা এসেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর পড়াশুনা আর খুব একটা এগোয় নি। তার দেশের বাড়ির পৈতৃক ভিটা কালক্রমে বেদখল হয়ে যায়। একটা সরকারি অফিসের অফিস সহকারীর চাকরি পেয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসেন। তারপর স্ত্রীকে নিয়ে পুরনো ঢাকার স্যাঁতস্যাঁতে নোনা ধরা একটা বাড়িতে ওঠেন। রাবেয়া বেগমের ইতিহাসটি বেশ করুণ। নিজের বাবা মাকে তিনি দেখেন নি কখনো। বড় হয়েছেন একটা আশ্রয়কেন্দ্রে। একটা এনজিও'র উদ্যোগে তার বিবাহ।

এই বাসায় ওঠার আগে ফারুক সাহেব একটা মেসে থাকতেন। মেস থেকে নতুন বাসায় ওঠার সময় তার ট্রাংকে আচমকাই একটা একশত টাকার নোট আবিষ্কার করেন। নোটটা কীভাবে যে তার ট্রাংকে এলো তিনি ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি। নোটটা নিয়ে ছুটে গেলেন মেসে। মেসের কেউই বলতে পারল না নোটটা কার। একজন বলল ফেলে দিন ভাই এটা অচল নোট। ফারুক সাহেব নোটটা ফেলে দিতে পারলেন না। শ্যাওলা রঙের এমন সুন্দর একটা নোট। কিন্তু এটা তার নিজের টাকা নয়। তাই রাখতেও মনের ভেতরে কেমন উশখুশ লাগছে।

সে বছর বন্যায় সারা দেশ ভেসে গেল। হাজার হাজার মানুষ রোগাক্রান্ত হলো। উপদ্রুত অঞ্চলে খাবার নেই, পানি নেই, ওষুধ নেই। ফারুক সাহেব পত্রিকার পাতা ওল্টালেই এসব দেখেন আর কষ্ট পান। ওদের জন্য কিছু একটা করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু কী করা যায় আর কীভাবেই। ফারুক সাহেব ভাবেন আর তার মনটা খারাপ হয়ে যায়। এর মধ্যে পাড়ায় বন্যার্তদের সহায়তার জন্য একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে। শুনে ফারুক সাহেব অত্যন্ত খুশি হয়ে ওঠেন। তিনি নিজ থেকেই কমিটিকে চাঁদা দিতে গেলেন। ফারুক সাহেব ভেবেছিলেন এবার নোটটার একটা গতি হবে। কিন্তু কমিটি নোটটা রাখল না। চাঁদা বাবদ ফারুক সাহেবকে আরেকটা বদলি নোট দিতে হলো। বাসায় ফেরার পথে একটা চা-পান-সিগারেটের দোকান পড়ে। ফারুক সাহেব তেমন একটা পান খান না। তবে মাঝে মাঝে একটু আধটু ইচ্ছে করে। যেমন আজও ইচ্ছে করল। আজ কেমন যেন একটু ভালো লাগছে। না, ঠিক আর্তদের সাহায্য করার কারণে নয়। ফারুক সাহেব ঠিক ব্যাখ্যা করতে পারলেন না।

অফিসে একটা ঘটনা ঘটেছে। ফারুক সাহেবের মনটা কিছুটা খারাপ। তাদের একজন এমএলএসএসকে চুরির দায়ে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। আহা, বেচারা নিশ্চয়ই খুব বিপদে পড়ে চুরি করেছিল। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কি এই বিষয়টা একটু বুঝবে না। একজনের ড্রয়ারে নাকি কিছু নগদ ছিল। সেটা গায়েব হয়ে গেছে। তল্লাশি করে সেই টাকা ওই এমএলএসএস এর কাছে পাওয়া গেছে। ফারুক সাহেব সেদিন একটু ক্ষুণ্ন মনে বাসায় ফিরছিলেন। পথে হঠাৎ মনে হলো সেই নোটটাও তো তিনি অফিসের

(১১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মুদ্রার ধারণা

মোগল বংশ

পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদি বাবরের কাছে হেরে যান। এটি ছিল ১৫২৬ সাল। বাবর ছিলেন মোগল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। বাবর ও তাঁর ছেলে হুমায়ুন তাঁদের রাজত্বকালে অনেক মুদ্রা চালু করেন। এ সময় এক ধরনের রুপার মুদ্রা চালু করা হয়। এর নাম ছিল শাহ-বুখি। এ মুদ্রার এক পিঠে কলেমা এবং অন্য পিঠে খুলাফায়ে রাশেদিনের নাম লেখা থাকত।

মোগল বংশের রাজা হুমায়ুনকে পরাজিত করে শের শাহ দিল্লির সিংহাসন লাভ করেন। তিনি সোনা, রুপা ও তামার নানা ধরনের মুদ্রা চালু করেন। তিনি রাজ্যের বহু স্থানে টাঁকশাল স্থাপন করেন।

সম্রাট আকবর সিংহাসনে বসেন ১৫৫৬ সালে। পঞ্চাশ বছরের রাজত্বকালে আকবর মুদ্রার ক্ষেত্রে কিছু মৌলিক পরিবর্তন আনেন। ১৫৭৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত টাঁকশালগুলো ছিল ছোট কিছু কর্মকর্তার অধীন। এই কর্মকর্তাদের চৌধুরী বলা হতো। আকবর টাঁকশাল চালানোর নতুন ব্যবস্থা দিলেন। তিনি একজন রাজকর্মচারীকে টাঁকশালের দায়িত্ব দিলেন। তিনি পাঁচটি নতুন টাঁকশাল স্থাপন করলেন। বাংলাদেশের টাঁকশালটি চালাতে দিলেন রাজা টোডরমলকে।

১৬০৫ সালে আকবর মারা যাবার পর তাঁর ছেলে জাহাঙ্গির রাজা হলেন। তিনি আকবর আমলের মুদ্রা চালুর নিয়ম বহাল রাখলেন। জাহাঙ্গির তামার তঙ্কার পাশাপাশি সোনা ও রুপার তঙ্কা চালু করলেন। এগুলোকে জাহাঙ্গির মুদ্রাও বলা হয়।

সম্রাট জাহাঙ্গির নিজে একজন কবি ছিলেন। কবিতার প্রতি তাঁর ছিল খুবই আগ্রহ। তাই তাঁর আমলে মুদ্রায় কবিতার লাইন খোদাই করা হতো। বাদশাহ জাহাঙ্গিরের স্ত্রীর নাম ছিল নুরজাহান। রানি নুরজাহান ছিলেন অত্যন্ত রূপবতী ও গুনবতী। জাহাঙ্গির রানিকে খুবই ভালবাসতেন। তাই মুদ্রায় তাঁর নামের সঙ্গে নুরজাহানের নামও থাকত। এ সময় নুরজাহানের সোনার মোহরও মুদ্রা হিসেবে চালু ছিল। এগুলোকে নুরজাহানি মুদ্রা বলা হতো। জাহাঙ্গির মোট ১২টি তঙ্কা এবং ১২টি মোহর চালু করেছিলেন। এগুলোর আলাদা নাম ছিল। তখন ১০০ তোলার মোহরের নাম ছিল নুরশাহি, আর ৫০ তোলার মোহরের নাম ছিল নুর সুলতানি।

জাহাঙ্গিরের পরই রাজা হলেন শাহাজাহান। তিনি জাহাঙ্গিরের মুদ্রানীতি অনুসরণ না করে আবার ইসলামি কায়দায় ফিরে গেলেন। তিনি কলেমা ও খলিফাদের নাম খোদাই-করা সুন্দর সুন্দর মুদ্রা চালু করেন।

আওরঙ্গজেব সম্রাট হয়ে অনেক ধরনের মুদ্রা চালু করেছিলেন। তিনি মুদ্রায় কলেমা খোদাই করা বাতিল করে দিয়েছিলেন। তবে তিনি মুদ্রায় ব্যবহার করেছিলেন হিজরি সাল। মহানবি হজরত মুহম্মদ (স.) মক্কা থেকে ৬২২ সালে যখন মদিনায় হিজরত করেছিলেন তখন থেকেই হিজরি সাল গণনা করা হয়।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের মুদ্রাব্যবস্থা ভালোই চলছিল। কিন্তু সমস্যা দেখা গেল তাঁর মৃত্যুর পর। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গেসঙ্গে মোঘল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। আর তখনই টাকাপয়সা চালুর ক্ষেত্রে অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এসময় এই উপমহাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ছোট ছোট স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এসব স্বাধীন রাষ্ট্র তাদের নিজেদের পৃথক টাকা বাজারে ছাড়ে। আবার যে বিদেশিরা বিভিন্ন এলাকা আক্রমণ করে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করছিল, সেসব এলাকায় তারাও নিজেদের মতো করে টাকা বানাতে থাকে। নাদির শাহ ও আহমদ শাহ আবদালি নিজ নিজ অঞ্চলের টাঁকশাল থেকে মুদ্রা তৈরি করেন। পারস্যের মুদ্রার মতো করে মুদ্রা তৈরি করেন নাদির শাহ। তখনকার এসব টাঁকশাল বর্তমান পাকিস্তানি এলাকায় ছিল।

ভারতবর্ষে বিদেশি শাসন

ভারতবর্ষ ছিল সম্পদের ভাণ্ডার। পৃথিবীর অনেক দেশ থেকেই মানুষ এখানে ব্যবসাবাণিজ্য করতে আসত। তেমনি একজন পর্তুগিজ বণিক এসেছিলেন ভারতে। তাঁর নাম ভাস্কো দা গামা। ইউরোপের পর্তুগালের মানুষদের পর্তুগিজ বলা হয়।

ভাস্কো দা গামা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে জাহাজ নিয়ে নিজের দেশ থেকে সাগরে পাড়ি জমান। তিনি নানা দেশ খুঁজে খুঁজে ১৪৯৮ সালের মে মাসে এসে উপস্থিত হন ভারতের কালিকট বন্দরে। সুজলা-সুফলা ভারতবর্ষকে দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। তখন ভাস্কো দা গামার অনুসরণ করে আরও অনেক পর্তুগিজ এ দেশে আসতে থাকে। প্রথমে ব্যবসাবাণিজ্যের নামে আসা শুরু করলেও পরে পর্তুগিজরা ভারতের কিছু অংশ দখল করে নেয়। এরাও এ দেশে এসে সোনার মুদ্রা চালু করে। এ মুদ্রাগুলোর এক পিঠে মুকুট এবং অন্য পিঠে পৃথিবীর ছবি খোদাই করা ছিল।

ইউরোপের উত্তর দিকে রয়েছে নেদারল্যান্ড নামক একটি দেশ। এ দেশের মানুষকে বলা হয় ওলন্দাজ। একসময় ওলন্দাজরাও এ দেশে ব্যবসা করতে আসে এবং তারাও দেশের কিছু অংশ দখল করে নেয়। তারাও নিজেদের মতো করে মুদ্রা চালু করে।

ব্রিটিশ শাসনামল

ভারতবর্ষে ব্যবসা করার জন্য এরপর এলো ফরাসিরা এবং তারও পর ইংরেজরা। ইংল্যান্ডের রাজান সনদ নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করে তারা এদেশে ব্যবসা করতে আসে। ব্যবসা করার নামে এসে তারা দেশ দখলের ষড়যন্ত্র শুরু করল। এদের মধ্যে ইংরেজরা ছিল সবচেয়ে চালাক আর শক্তিশালী জাতি। তাই ইংরেজের কাছে অন্যরা হেরে গেল।

সম্রাট জাহাঙ্গিরের আমলে দুজন ইংরেজ বণিক এ দেশে ব্যবসা করার অনুমতি চাইলেন। সম্রাট জাহাঙ্গির ক্যাপ্টেন হকিন্সকে ব্যবসা করার এবং টমাস রো-কে বিনাশুল্কে আমদানি-রফতানি করার অনুমতি দিলেন।

১৭৪২ সালে মোগল সম্রাট মাহম্মদ শাহ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে রুপার টাকা বানাবার অনুমতি দেন। তখন থেকে ইংরেজ কোম্পানিটি মুসলিপত্তম, চেন্নাই (মাদ্রাজ) ও মুম্বাইয়ের তিনটি ঘাঁটি থেকে রুপার মুদ্রা বানাতে শুরু করে।

ধীরে ধীরে ইংরেজরা ভারতবর্ষের রাজনীতি, অর্থনীতিসহ সব ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করে। এটা তারা করে সুকৌশলে। শেষ পর্যন্ত ১৭৫৭ সালে পলাশিতে এক যুদ্ধে তারা নবাব সিরাজউদ্‌দৌলাকে পরাজিত করে। নবাব সিরাজউদ্‌দৌলা ছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব। যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ফলে এ দেশ চলে যায় ইংরেজদের অধীনে। ইংরেজরা এখানে ঘাঁটি করে ধীরে ধীরে সারা ভারতবর্ষ দখল করে নেয়।

ইংরেজ শাসনামলে তারা মোগলদের মতো করে সোনারুপার টাকা বানাতে থাকে। কলকাতা ও মুর্শিদাবাদের টাঁকশাল থেকে এসব মুদ্রা বানানো হতো। ১৮৩৫ সালে তৈরি মুদ্রায় ইংরেজ রাজার ছবি ব্যবহার করা হয়।

১৮৫৭ সালে ভারতের মানুষ ইংরেজ রাজত্বের বিরুদ্ধে প্রথম বড় ধরনের লড়াই পরিচালনা করে। ইতিহাসে এটি

'সিপাহি বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের মানুষের এই লড়াই জয়যুক্ত না হলেও ইংরেজদের ভিত নড়ে যায়। ইংল্যান্ডের রানি ভিক্টোরিয়া বিষয়টি নিয়ে ভাবনায় পড়েন। বিদ্রোহের আগের ১০০ বছর ইংরেজ সরকারের নামে এখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিই রাজত্ব চালাত। এবার রানি ভারতবর্ষের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নিলেন। সেই থেকে মুদ্রাও তৈরি হতে লাগল তাঁরই নির্দেশে।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলস্বরূপ ইংরেজরা ভারতবর্ষ ছেড়ে যেতে বাধ্য হলো। এ বছরের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীন হলো। আমাদের বাংলাদেশ তখন পাকিস্তানের অংশ ছিল, নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান।

ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন হবার পর দু'দেশের সরকার নিজ নিজ দেশের মুদ্রা স্বাধীনভাবে বাজারে ছাড়তে শুরু করে। সরকারের পক্ষে দেশ দুটোর কেন্দ্রীয় ব্যাংক এসব মুদ্রা বাজারে ছাড়ে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান। আর ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

মাথাপিছু গড় আয় (মার্কিন ডলার)

২০১২ সালে ৮৪০ মার্কিন ডলার
*২০১৩ সালে ১০৪৪ মার্কিন ডলার**

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

২৭ নভেম্বর ২০১২ : ১১৮০৫.২২
২৭ নভেম্বর ২০১৩ : ১৭০৪৭.৬৯

রপ্তানির পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অক্টোবর ২০১২ : ২০৭৭.০৩
জুলাই-অক্টোবর ২০১২-১৩ : ৮৩৬৮.৪৮
অক্টোবর ২০১৩ : ২১১৯.২০
জুলাই-অক্টোবর ২০১৩-১৪ : ৯৭৪৭.১৭

প্রবাসী আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অক্টোবর ২০১২ : ১৪৫৩.৬৯
জুলাই-অক্টোবর ২০১২-১৩ : ৫০১২.৩২
অক্টোবর ২০১৩ : ১২৩৪.৭২
জুলাই-অক্টোবর ২০১৩-১৪ : ৪৫০৪.৬৭

ঋণপত্র (এলসি) খোলা (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অক্টোবর ২০১২ : ২৭১০.২২
জুলাই-অক্টোবর ২০১২-১৩ : ১১৪৫৮.৪২
অক্টোবর ২০১৩ : ২৮৭৩.৭৬
জুলাই-অক্টোবর ২০১৩-১৪ : ১২৪৭৮.৪৪

রাজস্ব আদায় (কোটি টাকায়)

সেপ্টেম্বর ২০১২ : ৮২০৪.৪৮
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২-১৩ : ২১০৩২.১৯
সেপ্টেম্বর ২০১৩ : ৯৬৪৬.৮৮
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩-১৪ : ২৪৬২৭.০২

জাতীয় সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ (নীট বিক্রয়) (কোটি টাকায়)

সেপ্টেম্বর ২০১২ : -৯.০৫
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১২-১৩ : ৪৫৩.১৪
সেপ্টেম্বর ২০১৩ : ৭৮০.৭০
জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩-১৪ : ২০৯৭.৪৭

জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক**

অক্টোবর ২০১২ পর্যন্ত ১২ মাসের গড় ভিত্তিক - ৬.৫১
পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিক - ৫.৮৬
অক্টোবর ২০১৩ পর্যন্ত ১২ মাসের গড় ভিত্তিক - ৭.৪৭
পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিক - ৭.০৩

(উৎস : তথ্য ও জনসংযোগ উপবিভাগ, গভর্নর সচিবালয়
**= নতুন ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬=১০০ অনুসারে*
***= নতুন ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬=১০০ অনুসারে)*

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী ভোগ্যপণ্য সরবরাহ সমবায় সমিতি লিঃ, ঢাকা

মানসম্পন্ন ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের সুবিধা

১৯৭৩ সালে সেবামূলক একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী ভোগ্যপণ্য সরবরাহ সমবায় সমিতি লিঃ ঢাকা জন্মলাভ করে। প্রাথমিক পর্যায়ে টিনশেড ঘর দিয়ে পথচলা শুরু করে ২০০৯ সালে বর্তমান স্থায়ী ভবনে স্থানান্তরিত হয় এই সমিতি। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মরত কর্মচারীদের মধ্যে মানসম্মত নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য স্বল্পমূল্যে বিক্রয়ের মাধ্যমে সেবা প্রদান করে আসছে। ১৯৭৩ সালে টিসিবি কর্তৃক সরবরাহকৃত তেল, চিনি, আটা, ডাল, বিস্কুট ইত্যাদি বিক্রি করা হতো। ১৯৭৮ সালে এ সেবা বন্ধ হয়ে যায়। ঐ সময় ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ৫০,০০০/- টাকা এবং সদস্যদের কাছে শেয়ার বিক্রির সামান্য মূলধন নিয়ে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হতো। ২০০৮ সালে ব্যাংক প্রদত্ত মূলধন প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। ফলে পুনরায় সদস্যদের মধ্যে শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে পুঁজি সংগ্রহ করে এটি পরিচালিত হয়ে আসছে। বর্তমানে চা, কফি, হালকা নাস্তা থেকে শুরু করে প্রায় সকল প্রকার নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ভোগ্যপণ্যে পাওয়া যায়।

এটি মূলত একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর। পরিবারের নিত্য প্রয়োজনীয় প্রায় সব মানসম্পন্ন পণ্য এখানে পাওয়া যায়। সমিতির সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত পরিষদের তত্ত্বাবধানে দোকানটি পরিচালিত হচ্ছে। ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ স্বাচ্ছন্দ্যে এবং নিরিবিলি শান্ত পরিবেশে এখান থেকে জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে পারেন। ভোক্তাগণ বাজারের কেনা-কাটার ঝক্কি এড়িয়ে এখান থেকে তাদের প্রয়োজনীয় মালামাল সংগ্রহ করতে পারেন। এতে সময়ের অপচয় কম হয় কাজেরও কোনো ক্ষতি হয় না। বরং খুব সহজে মানসম্মত প্রয়োজনীয় জিনিসটি এই দোকান থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে।

অথচ এক পর্যায়ে বছর কয়েক আগে প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম থমকে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এমনকি এটা বন্ধ হয়ে যাওয়ারও আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মাধ্যমে বর্তমান পরিষদ দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর প্রতিষ্ঠানটির ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। স্টোরে মালের পরিমাণ বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

হিসাবের ক্ষেত্রেও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা হয়েছে। শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে আস্থা ফিরে এসেছে। অনেক বছর যাবৎ শেয়ার হোল্ডারদের মাঝে লভ্যাংশ (ডিভিডেন্ড) প্রদান বন্ধ ছিল। এখন শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে লভ্যাংশ প্রদান করা হচ্ছে।

বিভিন্ন বাস্তবধর্মী ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বর্তমানে দোকানটিতে ক্রেতা সমাগম বেড়েছে। ক্রেতার সুবিধার কারণে স্টোরে বর্তমানে স্থানসংকুলান হচ্ছে না। পরিচালনা কমিটির ভাষ্যমতে এমন পরিস্থিতিতে দোকানের কাজসহ দাপ্তরিক কার্যক্রম পরিচালনা করা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। সুতরাং এ বিষয়ে পরিচালনা কমিটির পক্ষ থেকে এর কলেবর বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আশুদৃষ্টি কামনা করা হয়েছে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই-মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১২৩/১, আরামবাগ, ঢাকা।